NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ নিজেদের জালে ফেঁসে গেছে ভারত, বলছেন আকাশ চোপড়া

শাহিন, শোয়েবদের অভিনন্দন বার্তায় সিক্ত অস্ট্রেলিয়া ৮

কলকাতা ২১ নভেম্বর ২০২৩ ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ১৫৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 21.11.2023, Vol.17, Issue No.159, 8 Pages, Price 3.00

# আজ থেকে শুরু ২ দিনের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আজ থেকে কলকাতায় দু-দিনের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন শুরু হচ্ছে। এবছর এই সম্মেলনে ২৮টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন। থাকবেন বিশ্ব ব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি রাও। সব থেকে বড় প্রতিনিধি দল আসবে ব্রিটেন থেকে। এবারে ব্রিটেন থেকে আসছেন ৫৫ জন প্রতিনিধি এবং স্পেন থেকে ৮ জন। এছাড়াও দেশ-বিদেশি বহু শিল্পপতি এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন বলে শিল্প দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

রিলায়েন্স গোষ্ঠীর চেয়াররম্যান মুকেশ আম্বানি, হিরানন্দানি গ্রুপের কর্ণধার নিরঞ্জন হিরানন্দানি, আইটিসি'র চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরী, জেএসডব্লিউ গ্রুপের চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দল, আরপি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গ্রুপের সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, চ্যাটার্জি গ্রুপের চেয়ারম্যান পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়-সহ দেশের প্রথম সারির ৩৫ জন শিল্পপতি উদ্বোধনী মঞ্চ অলংকৃত করবেন। ইউরোপ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও একঝাঁক শিল্পপতি বাণিজ্য সম্মেলনে যোগ দেবেন। আদানি গোষ্ঠীকেও সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হবে রাজারহাটের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। দুপুরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

বুধবার বাণিজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য গঙ্গা ভ্রমণের পাশাপাশি আলিপুর জেল মিউজিয়াম ঘুরিয়ে দেখানো হবে। বাণিজ্য সম্মেলনে আগত দেশ-বিদেশের শিল্পপতিদের সামনে বাংলায় বিনিয়োগের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন ক্ষেত্রকে তুলে ধরা হবে। রাজ্যের প্রস্তাবিত পুরুলিয়ায় ৪ হাজার একরের জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরী, ডানকুনি-হলদিয়া, ডানকুনি-কল্যাণী, ডানকুনি-রঘুনাথপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ করিডর এবং নিউ টাউনে বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি হাব এর মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও কৃষি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আগে উৎসবের কলকাতার রাজপথ নতুন করে সেজে উঠছে। রাস্তার ডিভাইডারগুলিতে রঙ করার কাজ চলছে, খারাপ হয়ে যাওয়া রাস্তা মেরামতের কাজও চলছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের বড় হোর্ডিং লাগানো হয়েছে।

## আঁটসাঁট পুলিশি নিরাপত্তা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন ঘিরে রাখা হয়েছে আঁটসাঁট পুলিশি নিরাপত্তা। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হচ্ছে গোটা নিউটাউন চত্বর। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, নিউটাউন জুড়ে প্রায় দেড় হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন রাখা হবে নিরাপত্তার জন্য। এখান থেকেই স্পষ্ট বাণিজ্য সম্মেলনের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার সাতজন অফিসার। এর পাশাপাশি এসিপি পদমর্যাদার ১৫ জন ও ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার ৩৫ জন অফিসার থাকবেন নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্বে।

এদিকে এই সম্মেলনের জন্য ২১ তারিখ সকাল ৭টা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে এই কড়াকড়ি চালু থাকবে। নিউটাউন চত্বরে বিশ্ব বাংলা সরণি হয়ে বেশ কিছু বাসও চলাচল করে। সেগুলিরও যাত্রাপথ মঙ্গলবারের জন্য পরিবর্তন করা হয়েছে।বিধাননগর পুলিশের তরফে ট্র্যাফিক সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে বাস চলাচলের এই পরিবর্তিত রুটের কথা। চিংড়িঘাটা থেকে নিউটাউন হয়ে বিমানবন্দরের দিকে যাতায়াত করে, এমন মোট দশটি বাস রুট রয়েছে। সেগুলিকে মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ভিআইপি রোড হয়ে চলাচল করবে। এছাড়া চিনার পার্কের থেকে নারকেলবাগানের দিকে যাতায়াত করা বাসগুলিকে আকাঙ্খা মোড় হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

# অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে রাজ্যকে চিঠি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে ফের কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে চিঠি দিয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের উপসচিবের পাঠানো ওই চিঠিতে গ্রামীণ আবাস যোজনা প্রকল্পের জেলাভিত্তিক কয়েকটি অসঙ্গতির কথা তুলে ধরে রাজ্য সরকারকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ বা অ্যাকশন রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। রাজ্যে আবাস প্রকল্পের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এক প্রতিনিধি গত মার্চ মাসে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই চিঠি বলে জানানো হয়েছে। চিঠিতে রাজ্যের তিন জেলা, কালিম্পং, নদিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আবাস যোজনার কাজে বেশ কিছু অসঙ্গতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগ উঠছে, আবেদনকারীদের অনেকের ক্ষেত্রে ঠিকঠাক ভেরিফিকেশন না করেই আবেদন মঞ্জুর করে দেওয়া হয়েছে।

নদিয়া জেলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অভিযোগ, ২০১৮ সালের আবাস প্লাস প্রকল্পের জন্য সার্ভে ঠিকঠাক করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর সুবিধা পাওয়ার জন্য যে মাপকাঠির কথা বলা ছিল, তা ঠিকঠাক মানা হয়নি বলে অভিযোগ। এমনকী, যে ব্যক্তির মোটর সাইকেল রয়েছে, তাঁরও নাম উপভোক্তার তালিকায় উঠে এসেছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার প্রকল্পের নামও বদলে ফেলা হয়েছে বলে দাবি।

কালিম্পংএ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর লোগো সব জায়গায় ব্যবহার করা হয়নি বলে অভিযোগ কেন্দ্রের। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল যখন পরিদর্শনে এসেছিল, তখন সাতটি বাড়ির মধ্যে চারটিতে প্রকল্পের লোগো ব্যবহার করা হয়েছিল। বাকি তিনটির মধ্যে দু'টিতে কোনও লোগো ছিল না এবং একটিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)-এর লোগো ছাপানো ছিল বলে জানাচ্ছে কেন্দ্র।

আবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আধা-পাকা বাড়িতে থেকে এক ব্যক্তির নাম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর তালিকায় উঠে এসেছে বলে অভিযোগ কেন্দ্রের। এবিষয়ে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের রিপোর্ট পাঠাতে হবে মন্ত্রকে। তবে মঙ্গলবারই কেন্দ্রের ওই চিঠির জবাব দেওয়া হবে বলে পঞ্চায়েত দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মতো জনকল্যাণে যৌথ প্রকল্পগুলি নিয়ে বাংলাকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। দিল্লিতে পর্যন্ত সেই প্রতিবাদের ঝড় আছড়ে পড়েছিল। কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগে কলকাতায় ২ দিনের ধর্নায়ও বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই অভিযোগে গত মে-তে ৩২ ঘণ্টার ধর্নায় বসে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। গত মাসের গোড়ায় বকেয়ার দাবিতে আন্দোলন চরমে পৌঁছয়। ধর্নায় গিয়ে দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল সাংসদরা। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যান তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। তার আগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক-দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্তরা আলোচনার টেবিলেও বসেন। তবু কাটেনি জট।

# অমিত শাহ-র মেগা সভায় পুলিশি অনুমতির নির্দেশ বিচারপতির

**নিজস্ব প্রতিবেদন ২৯ নভেম্বর:** বিজেপির মেগা সমাবেশে পুলিশি অনুমতি না মেলার অভিযোগ উঠছিল। সেই হাইকোর্টে নিয়ে মামলাও করেছিল বিজেপি। অবশেষে হাইকোর্টে চওড়া হাসি বঙ্গ বিজেপির। ২৯ নভেম্বর বিজেপির সভার অনুমতি দেওয়ার জন্য কলকাতা পুলিশকে নির্দেশ দিল আদালত। সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চে এই মামলাটি উঠেছিল। সেখানেই পুলিশকে এই নির্দেশ দেন বিচারপতি। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার মন্তব্য, 'এটি একটি স্বাধীন দেশ। এভাবে বাধা দেওয়া যায় না।'

লোকসভার ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলই নিজের মতো করে আসরে নেমে পড়েছে। আগামী ২৯ নভেম্বর কলকাতায় বিজেপির মেগা সমাবেশের কথা রয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে এই সমাবেশ ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহরও। কিন্তু বিজেপির থেকে অভিযোগ তোলা হচ্ছিল, পুলিশি অনুমতি পেতে তাদের সমস্যা হচ্ছে। এই নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিল বঙ্গ বিজেপি।

সোমবার হাইকোর্টের মামলার শুনানির সময় পুলিশের উদ্দেশে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার মন্তব্য, 'আপনারা বলছেন ২ সপ্তাহ থেকে ৩ সপ্তাহ আগে সভার আবেদন করতে হয়। এখানে তো দেখা যাচ্ছে ২ সপ্তাহ আগে আবেদন করেছে। তার পরেও সিস্টেম জেনারেটেড মেসেজ পাঠিয়ে আবেদন না মঞ্জুর করে দেওয়া হয়েছে। পর পর দু'বার যেভাবে বাতিল করা হয়েছে, সেটা ঠিক পদ্ধতি নয়।'

# আজ মহানবমী...

*পাটুলি মেলার মাঠে পূজিত হচ্ছেন মা জগদ্ধাত্রী। ছবি: অদিতি সাহা*

## দলুয়াখাকিতে সাতদিন পর গ্রেপ্তার ৩

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শুটআউটে খুন তৃণমূল নেতা, পালটা গণপিটুনিতে অভিযুক্তের মৃত্যু, এলাকায় অগ্নিসংযোগ। সাতদিন পর জয়নগরের দলুয়াখাকি এলাকায় আগুনের ঘটনায় রবিবার রাতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এরা সকলেই এলাকায় দুষ্কৃতী বলে পরিচিত। তবে সূত্রের খবর, এরা সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। সোমবার তাদের বারুইপুর আদালতে পেশ করা হয়। এনিয়ে গোটা ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৬। এর আগে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনাতেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

সইফউদ্দিন খুনের ঘটনায় মাস্টারমাইন্ড সন্দেহে সিপিএম নেতা আনিসুর-সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও, পরবর্তী দুটি ঘটনায় পুলিশের জালে আসেনি কেউ। তবে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে রবিবার রাতে নিজেদের এলাকা থেকেই গ্রেপ্তার হয়েছে তিনজন। জয়নগর থানার পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম আমানুল্লা জমাদার, নজরুল মণ্ডল ও আকবর ঢালি। এরা দুষ্কৃতী বলেই এলাকায় পরিচিত। তাদের এহেন কাজের পিছনে আরও বড় কোনও মাথা ছিল কি না, তাদের অন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল কি না, ধৃতদের জেরা করে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

## শ্রদ্ধাকাণ্ডের বর্ষপূর্তি

**মুম্বই, ২০ নভেম্বর:** ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর। দিল্লির ছতরপুরের নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছিল নিখোঁজ তরুণী শ্রদ্ধা ওয়ালকারের দেহ। শ্রদ্ধাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছিল তাঁরই ছায়াসঙ্গী আফতাব আমিন পুনাওয়ালার বিরুদ্ধে। সারা দেশে তোলপাড় ফেলে দেওয়া এই ঘটনা গত বছরের নভেম্বরে প্রকাশ্যে আসার পর এক বছর অতিক্রান্ত। শ্রদ্ধার বাবার বক্তব্য এই মামলার অগ্রগতি কী, তা পুলিশ কিংবা আদালতের কাছ থেকে তিনি জানতেই পারেননি। শ্রদ্ধার বাবা বিকাশ ওয়ালকার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমি আমার মেয়ের দেহাবশেষ পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু পুলিশ আমায় কিছুই দেয়নি।' একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'মনে হচ্ছে মামলাটি হিমঘরে ঢুকে গিয়েছে। অথচ সব তথ্যপ্রমাণ তার (আফতাব) বিরুদ্ধে ছিল।'

## সুড়ঙ্গে আটকে ৯ দিন পার

# উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে ফোনে বিশেষ বার্তা মোদির

**নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর:** ৯ দিন ধরে উত্তরাখণ্ডের সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে রয়েছেন ৪০ জন শ্রমিক। এই পরিস্থিতিতে ওই ৪০ জন শ্রমিক যাতে মনোবল না হারান, সেই বার্তাই সোমবার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রমিকদের উদ্ধারকাজে কেন্দ্রীয় সরকার সব রকম সাহায্য করছেন বলে ধামীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মোদি। সেই সঙ্গেই বার্তা দিয়েছেন যে, ওই শ্রমিকেদের মনোবল বজায় রাখতে হবে। গত ১২ নভেম্বর উত্তরকাশী জেলার ব্রহ্মকাল-যমুনোত্রী জাতীয় সড়কের উপর সিল্কিয়ারা এবং ডন্ডালহগাঁওের মধ্যে নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গের একাংশ ধসে পড়ে। সেই থেকে সাড়ে আট মিটার উঁচু এবং প্রায় দু'কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গে আটকে রয়েছেন শ্রমিকেরা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের তিন জন। সুড়ঙ্গে আটকে পড়া শ্রমিকদের পাইপের সাহায্যে খাবার, অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। তবে এখনও কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যেই শুক্রবার দুপুরে খননযন্ত্র দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখে

আটকে থাকা পাথর সরানোর সময় জোরে ফাটল ধরার শব্দ পান উদ্ধারকারীরা। তার পরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল উদ্ধারকাজ।

ন'দিন ধরে সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে থাকা শ্রমিকদের নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করার আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। দু'চোখের পাতা এক করতে পারছেন না শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যেরাও। এই পরিস্থিতিতে সোমবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন মোদি।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উদ্ধারকাজে কেন্দ্রীয় সরকার সব রকম সাহায্য করছে। কেন্দ্র এবং উত্তরাখণ্ড সরকারের সহযোগিতায় সমস্ত শ্রমিকদের নিরাপদে উদ্ধার করা হবে। সোমবার সকালে ওই সুড়ঙ্গের সামনে বড় বড় মেশিন আনা হয়েছে। চেষ্টা চলছে শুকনো খাবার খেয়ে জীবনধারণ করে থাকা ওই শ্রমিকদের ভাত-রুটি-তরকারি পৌঁছে দেওয়ার। সে জন্য তুলনায় চওড়া গহ্বরের একটি পাইপ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খসে পড়া পাথরের মধ্য দিয়ে। প্রায় ৬০ মিটার ধ্বংসস্তূপের ভিতরে সেই পাইপ ৪২ মিটারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। অন্য রসদের সঙ্গে অবসাদ কাটানোর ওষুধও পাঠানো হচ্ছে আটকে থাকা শ্রমিকদের কাছে।

# ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর



**শ্রীনগর, ২০ নভেম্বর:** সাদা ধবধবে বরফে ঢেকেছে ভূস্বর্গ। সেই সঙ্গে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। সোমবার সকাল থেকেই কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল উপত্যকা। সঙ্গে বইছে শৈত্যপ্রবাহ। আর এর জেরে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছে। মৌসম ভবন সূত্রে খবর, সোমবার রাজধানী শ্রীনগরে পারদ নেমেছে মাইনাস ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি কম।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সঙ্গে কমেছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও। রবিবার শ্রীনগরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে শ্রীনগরকে টেক্কা দিয়ে এই মুহূর্তে শীতলতম স্থান হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে সোপিয়ান। সেখানে পারদ নেমেছে মাইনাস ৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উত্তর কাশ্মীরের বন্দিপোরাতেও তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমেছে। সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ নেমেছে মাইনাস ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় জায়গা গুলমার্গ। সেখানেও শীতের দাপট অব্যাহত। গুলমার্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ নেমেছে মাইনাস ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, আপাতত ঠান্ডার দাপট বজায় থাকবে। ৪৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে উপত্যকায় শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে।

*ছটপুজো উপলক্ষে সোমবার ভোরে বাবুঘাটে সূর্যপ্রণাম সারছেন এক পুণ্যার্থী।*

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**CHANGE OF NAME**

I, **MAHUYA CHAKRABORTY**, D/o - SRI SUSHIL CHAKRABORTY, R/o - Shibani Apartment, Laskarpur, Jagorani Club, P.O. - Laskarpur, P.S. - Sonarpur, Kolkata - 700153, Dist - South 24 Pgs. Hereby declares that **MAHUYA CHAKRABORTY** and **MAHUA CHAKRABORTY** is the same and one identical person vide Affidavit No: 55604 Dated 18.09.2023 before the 1st Cass Judicial Magistrate at Alipore, and shall be known as MAHUYA CHAKRABORTY for all the future purposes

**নাম-পদবী**

গত ১০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯২২ নং এফিডেভিট বলে Subir De S/o. Nimai Chand De ও Subir Kr. De S/o. N. Ch. De, Nemai De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

**PUBLIC NOTICE**

My Client Alok Roy S/0 Lt. Durgadas Roy of Chandannagore Duplexpatty. Kumorpara today before the 1st class, Judicial Magistrate, Chinsurah, Hooghly swore affidavit-cum declaration (vide No-5863 dt 7/11/23) that apart from his wife namely Kakoli Roy and son Nirmalya Roy there is no other legal heirs, if any other legal heirs give objection within seven days from date of this publication or else later such objection will be treated cancelled.

**Debasish Mukherjee**
**Advocate**
**Serampore Court, Hooghly**
**M.No.-9123609702**

**সন্ধান চাই**



এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিটি আমার মক্কেল শ্রী রাজু ব্রহ্ম, সাং - বৈকুণ্ঠপুর, ৪৯ এস. পি. মুখার্জ্জী রোড, পোঃ ত্রিবেণী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৫০৩ এর পিতা রুহিদাস ব্রহ্ম পিতা- কুঁশাইলাল ব্রহ্ম মহাশয়ের।
উক্ত রুহিদাস ব্রহ্ম পিতা- কুঁশাইলাল ব্রহ্মের কোনো সংবাদ বিগত ইংরাজী ১৮/৭/২০০১ তারিখ হইতে পাওয়া যাইতেছে না। ঐ দিন তিনি চেন্নাই হইতে তাহার গৃহ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপুর, ৪৯ এস. পি. মুখার্জ্জী রোড, পোঃ ত্রিবেণী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৫০৩ সাকিমে আসিবার দরুন হোটেল হইতে চেক আউট করিয়াছিলেন কিন্তু বাড়ি পৌঁছাননি বিষয়টি লইয়া চেন্নাই সেন্ট্রাল থানায় ৪/১০/২০২১ তারিখে ৬৫৫/২০০১ নং মিসিং ডায়েরি এবং গত ১৩/১০/২০০১ তারিখে মগরা থানায় ৫৮৩ নং মিসিং ডায়েরি লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার মক্কেলের পিতার কোনো হদিস মেলে নাই, যদি কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট আমার মক্কেলের পিতা রুহিদাস ব্রহ্মের কোনো সন্ধান থাকে তাহা হইলে তিনি আমার মক্কেলের মোবাইল নম্বর অর্থাৎ ৯৭৪৮১০১২৪৭ নম্বরে যোগাযোগ করিয়া রুহিদাস ব্রহ্মের কোন খবর প্রদান করিলে আমার মক্কেল বাধিত থাকিবেন।

স্বা/- রঞ্জন পাল
এ্যাডভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট হুগলী,
চুঁচুড়া, ১৯/১১/২০২৩

আমার মক্কেল রাকেশ মণ্ডল পিতা- শঙ্কর মণ্ডল নিবাস - Bhallavpur, Hingnara, Chakdah, Nadia -741223, বিগত 21/07/2023 তারিখে আসল পিট দলিলটি হারিয়ে ফেলেন। যাহার নাম্বার- -8483, সাল 1988, মৌজা- Bhallavpur, আর এস দাগ- 292, আর এস খতিয়ান- 250/1। উনি Chakdah থানায় ডাইরি করেন। যাহার নম্বর 1432, তারিখ- 24/08/2023। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পেয়ে থাকেন বা কোন রকম আপত্তি থাকে তাহলে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের দিন থেকে 15 দিনের মধ্যে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন।
অ্যাডভোকেট গৌতম সাহা, রেজিস্ট্রেশন নং- WB-428/1990, ফোন নং- 9836467803, 181/G, দমদম রোড, চারু ভিলা, কলকাতা-700074.

**বিজ্ঞপ্তি**

**ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত চন্দননগর, হুগলী।**
**রেফাঃ এ্যাক্ট ৩৯,**
**কেস নং-২৮/২০২২**

দরখাস্তকারীনিঃ তপতী ঘোষ, স্বামী- সুপ্রভাত ঘোষ,
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এই মর্মে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী তপতী ঘোষ, স্বামী সুপ্রভাত ঘোষ, সাং-দক্ষিন গোপালপুর, পোঃ বড়শুল, থানা -শক্তিগড়, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১২৪, এর অনুকূলে শ্রীমত্যা মমতা নিয়োগী, স্বামী- দেবাশীষ নিয়োগী, সাং গোয়ালাপাড়া হরিদ্রাডাঙ্গাঁ, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৩৬ মহাশয় গত ইংরাজী ১৬ই মার্চ ২০২১ তারিখে নিম্নতপশীল সম্পত্তি সম্পর্কে একটি উইল সম্পাদন করিয়া যান, যাহা মাননীয় নোটারী কাকলী মুখার্জ্জী, চন্দননগর মহাশয়ের সমক্ষে নোটারী সার্টিফিকেট ইস্যু হয়। উক্ত মমতা নিয়োগী মহাশয়া গত ইংরাজী ৩০/৪/২০২১ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমার উক্ত মক্কেল উক্ত উইলের প্রবেট লইবার নিমিত্তে অত্র আদালতে এ্যাক্ট ৩৯, কেস নং ২৮/২২ তথা অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবু দ্বারা আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় দরখাস্তকারীনির অনুকূলে একতরফা শুনানী অন্তে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইবে।

**তপশীল**

জেলা. হুগলী, ডি. এস. আর. অফিস হুগলী, থানা- চন্দননগর, এ. ডি. এস. আর অফিস চন্দননগর, সীট নং-২, জে. এল. নং-১, চন্দননগর পৌর-নিগমের অধীনস্থ ওয়ার্ড নং-১, হরিদ্রাডাঙ্গা- গোয়ালাপাড়া রোড মহল্লায় ১৩২৬ নং হোল্ডিং ভুক্ত এল. আর. দাগ. নং ১৬৭ (দেবাশীষ নিয়োগী), খতিয়ান নং ১৮৭৭, আর. এস. দাগ নং ১৩৪, শ্রেণী বাস্তু, পরিমান ০.০২৯ একর, মায় তদুপরিস্থিত দ্বিতলবাটি।
দরখাস্তকারীর পক্ষে ভারপ্রাপ্ত
Anupam Biswas
উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
District Delegate
Chandernagore
19/8/23





## আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

**আজ ২১ শে নভেম্বর, ৪ ঠা অগ্রহায়ণ । মঙ্গল বার। শ্রী জগদ্ধাত্রী মহানবমী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টত্তরী রাহুর মহাদশা, বিংশোত্তরী রাহুর মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

**বৃষ রাশি :** শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

**মিথুন রাশি :** প্রেমিক কে বিশ্বাস করে - সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

**কর্কট রাশি :** পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ । আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

**সিংহ রাশি :** নতুন উদ্যমে আবার, জমি - জমা - কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন।পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

**কন্যা রাশি :** বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ ।

**তুলা রাশি :** কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে - তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন- তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

**ধনু রাশি :** কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান - সুবর্ণ সুযোগ।আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্ত্রত্র পাঠ।

**মকর রাশি :** সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে - বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

**কুম্ভ রাশি :** সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

**মীন রাশি :** বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি ? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

**(আজ শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পুজো, নবমী তিথি।**
**বিজ্ঞান সাধক সি. ভি. রমনের প্রয়ান দিবস)**


ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**
**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

**হুগলি**
**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**
**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**পূর্ব মেদিনীপুর**
**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২


# অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলার শ্রমিকদের মজুরির পরিমাণ বেশি

## আরবিআই-এর রিপোর্ট প্রকাশ্যে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কৃষি হোক বা শিল্প দুই ক্ষেত্রে বাংলার শ্রমিকরা যে মজুরি পান, তথাকথিত ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলির তুলনায় তা অনেকটাই বেশি। এটা কোনও বেসরকারি সংস্থার সমীক্ষা নয়! নয় কোনও মনগড়া রিপোর্টও। দেশের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সম্প্রতি এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে কর্মীরা যে দৈনিক ভাতা বা মজুরি পান, তথাকথিত শিল্পসমৃদ্ধ এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি তার চেয়ে ঢের পিছিয়ে। কৃষিক্ষেত্রে রোজগারেও ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলির চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলা। গত কয়েক বছর ধরেই এই সাফল্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্য।

আরবিআইএ-র রিপোর্ট অনুযায়ী, গত অর্থবর্ষে অর্থাৎ ২০২২-২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে দৈনিক গড় মজুরি ছিল ৩২৪ টাকা। শিল্পক্ষেত্রে তা ছিল ৩৩৮ টাকা। গুজরাত বা উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে এই পারিশ্রমিক অনেকটাই কম। তবে পশ্চিমবঙ্গই যে এক্ষেত্রে দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে, তেমন নয়। কেরল, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, হিমাচল প্রদেশ বা জম্মু-কাশ্মীরের মতো কয়েকটি রাজ্যে দৈনিক মজুরি বাংলার চেয়ে বেশি। কিন্তু একাধিক ডাবল ইঞ্জিন বা মহারাষ্ট্রের মতো 'শিল্পবান্ধব' রাজ্যে যেভাবে শ্রমিকরা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাতে রাজ্যগুলির সাফল্যের ঢক্কানিনাদই চ্যালেঞ্জের মুখে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। কোন রাজ্যে কর্মীদের মজুরি কত হবে, তা মূলত নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট শিল্পসংস্থা বা কর্মদাতা সংস্থার ওপর। এক্ষেত্রে অনেক সময় দ্রব্যমূল্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তবে বাংলায় কর্মীরা বেশি মজুরি পান বলে এমনটা ভাবার কারণ নেই যে এখানে জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এ রাজ্যের কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স বা খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধির সূচক ছিল ৭.১। ওই বছর এই মূল্যবৃদ্ধির সূচক উত্তরপ্রদেশে ৭.১, ত্রিপুরায় ৭, মহারাষ্ট্রে ৭.৩ এবং মোদি-শাহের গুজরাতে ৬.৯ ছিল। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়, বাংলায় জিনিসপত্রের দাম তুলনামূলক কম। রিজার্ভ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত ৫ বছর ধরে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে মজুরির নিরিখে বিজেপি শাসিত কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় এগিয়ে আছে বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়শই দাবি করেন, এখানে শিল্পের ভিত্তি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি সংস্থাগুলি। তাই কর্মসংস্থানের সুযোগও বেশি। এই পরিস্থিতিতে এই সাম্প্রতিক রিপোর্ট শিল্পের বড়াই করা রাজ্যগুলির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।



*এমসিসিআই-তে অনুষ্ঠিত 'ভারতের দৃষ্টিকোণ-রাশিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতা' বিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে এমসিসিআইয়ের সদ্য প্রাক্তন সভাপতিঋষভ সি. কোঠারি, ভারতে রাশিয়ান ফেডারেশনের অ্যাম্বাসেডর এক্সট্রাঅর্ডিনারি এবং প্লেনিপোটেনশিয়ারি এইচ.ই. মিস্টার ডেনিস আলিপভকে একটি স্মারক উপহার দিচ্ছেন। পাশে রয়েছেন কলকাতার রাশিয়ান ফেডারেশনের কনসাল জেনারেল মিঃ অ্যালেক্সি এম. ইদামকিন।*



*লেক কালীবাড়িতে গোপাষ্টমী ও জগদ্ধাত্রী পুজো।*

## হকারদের ঋণদান প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রাপূরণে দেশে শীর্ষ স্থানে রাজ্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** হকারদের ঋণদান প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ক্ষেত্রে এরাজ্য চলতি বছরে দেশের মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে। চলতি বছরে রাজ্যকে তিন লক্ষের বেশি হকারকে ব্যাংক ঋণ দেওয়ার টার্গেট দেওয়া হয়েছিল। গত সপ্তাহ পর্যন্ত ওই প্রকল্পে আড়াই লক্ষের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। দেড় লক্ষের বেশি আবেদনকারী টাকা পেয়ে গিয়েছেন বলে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যের প্রায় ১০টি পুরসভায় লক্ষ্যমাত্রার থেকেও বেশি আবেদন জমা পড়েছে।

এই তালিকায় মাথাভাঙা, হলদিবাড়ি, সিউড়ি, মেখলিগঞ্জ, বোলপুর, রামপুরহাট, কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, দিনহাটার মত পুরসভা রয়েছে। রাজপুর-সোনারপুর, মহেশতলা ও দক্ষিণ দমদম পুরসভার ক্ষেত্রে ঋণের আবেদন দশ হাজার ছাড়িয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী প্রথম দফায় দশ হাজার টাকা নেওয়ার পর যদি উপভোক্তারা নির্দিষ্ট সময়ে তা শোধ করে দেন, তাহলে দ্বিতীয় ধাপে কুড়ি হাজার টাকার ঋণের জন্য আবেদন করা যাবে। অনেক সুবিধাভোগী ইতিমধ্যেই প্রথম দফার ঋণ শোধ করে পরবর্তী ঋণের আবেদনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

চলতি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলে বারবার অভিযোগ করে মোদি সরকার। নিয়মের অছিলায় রাজ্যকে বেকায়দায় ফেলতেও পিছপা হয়নি তারা। কিন্তু তাদের এই অভিযোগ যে সর্বদা ঠিক নয়, তার প্রমাণও মিলেছে বারবার। হকার লোনের ক্ষেত্রেও রাজ্যের সাফল্যই সামনে এসেছে। বিভিন্ন পুরসভা এলাকায় কতজন হকারকে লোন দেওয়া হল, আবেদনই বা কত পড়ল, সবটাই নবান্ন থেকে নজরদারি করছেন খোদ মুখ্যসচিব।

এ বিষয়ে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'অনেক কিছুতেই আমরা এগিয়ে আছি। ১০০ দিনের কাজ হোক কিংবা অন্যান্য প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার নিজেরাই আমাদের একাধিকবার পুরস্কৃত করেছে। আবার তারাই অভিযোগ তুলে টাকা আটকে রেখেছে। আখেরে গরিব মানুষের ক্ষতি হচ্ছে।'

## লঞ্চে জগদ্দলের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করে ছট ব্রতীদের শুভেচ্ছা অর্জুন সিংয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** ছট পুজো আসলে সূর্য দেবের আরাধনা। পূর্ব ভারতের বিহার ও ঝাড়খণ্ডে এই পুজোর প্রচলন হলেও, এবঙ্গে ঘটা করেই উদযাপিত হয় ছট পুজো। সোমবার ভোরে সূর্য দেবের উদ্দেশ্যে পুজো নিবেদন করে সম্পন্ন হল এবারের ছট পুজো। এদিন ভোর থেকেই লঞ্চে চেপে জগদ্দলের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করে ছট ব্রতীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, 'আজ ছট পুজোর শেষ দিন। সূর্য উদয়ের পুজো করতে মা-বোনেরা গঙ্গার ঘাটে এসেছেন। পরিবারের মঙ্গল কামনায় তারা পুজো করেন।



সাংসদের কথায়, এটা আস্থার পুজো। পুরোহিত ছাড়াই মা-দিদি-বোনেরা এই পুজো করেন। নিষ্ঠার সঙ্গে ছট ব্রতীরা ৩৬ ঘণ্টা উপবাস করেন। ছটে কোনও মূর্তি পুজো করা হয় না।' সাংসদ বলেন, আস্থা ও বিশ্বাসের পুজোয় গঙ্গাবক্ষে আগত ওছট ব্রতীদের সঙ্গে তিনি শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন।

## ফের অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত ফোরশোর রোডের বিজয়শ্রী জুটমিলের একাংশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** কালীপুজার পরই হাওড়াতে আবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। সোমবারের সকালের আগুনে জুটমিলের একাংশ পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

দুর্গাপুজো কাটতেই আগুনের ঘটনা ঘটেছিল ফোরশোর রোডের একটি জুটমিলে। ফের কালীপুজা মিটতেই হাওড়ার সেই ফোরশোর রোডে আবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল জুটমিলের একাংশ। সোমবার ছট পুজার দিনের সকাল পৌনে ৫টা নাগাদ ফোরশোর রোডের বিজয়শ্রী জুটমিলের গুদামে আগুন লাগেষ মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে আগুন ধরে জুটমিলে।



দমকল সূত্রের খবর, জুটমিলের গুদামে প্রচুর পরিমাণে পাট মজুত থাকার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে আসে বলেই স্থানীয় সূত্রে খবর।

আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট করে জানা না গেলেও কালীপুজার আগে চলতি মাসের ১০ তারিখে ফোরশোর রোডেই বিধংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ৩টি কারখানা ও একটি গুদাম। দমকল এসে পৌঁছনোর আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় তিনটে কারখানা ও একটি গুদাম। কারখানার পাশেই ছিল পেট্রোল পাম্প। উল্টোদিকে একাধিক আবাসন। কোনওভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়লে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারত সেখানে। ওই দিন খোদ দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু অভিযোগ করেন, ফোরশোর রোডে অনেক কারখানা বা গুদামেরই অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ নয়। একের পর এক আগুন লাগায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।




*ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যামেচার বডি বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে তপসিয়া স্পোর্টস ফেডারেশন মাল্টি জিমের পরিচালনায় সম্প্রতি তপসিয়াতে দশম মিস্টার কলকাতা আয়োজিত হয়েছিল । সিউড়ির মীর সাদ্দাম নবম স্থান অধিকার করেন এই প্রতিযোগিতায়।*

## জগদ্দলের এ্যালায়েন্স জুটমিলে আগুন




**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** জগদ্দলের এ্যালায়েন্স জুটমিলের ব্যাচিং ডিপার্টমেন্টে সোমবার সন্ধ্যে আচমকা আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। যদিও সংবাদমাধ্যমকে মিলের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আগুন লাগার বিষয়ে তৃণমূল সমর্থিত জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অমর কুমার সিং বলেন, 'রবিবার ও সোমবার মিলে উৎপাদন বন্ধ থাকে। তবে শুনেছি ডিপার্টমেন্টের বাইরে একটা টিনের শেড আছে । ওখানে আগুন লেগেছে। আগুনে চট, মেশিন ও শেড পুড়ে গিয়েছে। মিল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানতে পেরেছি শর্টসার্কিট থেকেই ওখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।'

## শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় নীল রঙের আলোকসজ্জা

**কলকাতা:** ১৪ নভেম্বর ছিল বিশ্ব শিশু দিবস। শিশুদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়াতে এবং তাদের অধিকার সুরক্ষিত করার আবেদন জানাতে এ বছর ইউনিসেফ তাদের 'গো-ব্লু' ক্যাম্পেন করছে। তারই অংশ হিসেবে কলকাতায় গত দু'দিন ধরে বিধানসভা ভবন, হাওড়া ব্রিজ, মেটকাফ হল, বিড়লা তারামণ্ডল, নেহরু শিশু মিউজিয়ম, বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ম এবং ইউনিসেফ অফিসকে নীল আলোয় সাজানো হয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান যেমন পুরুলিয়া শহরের জেলেপাড়া দুর্গামন্দির ও সেন্ট জোসেফ বিলিভার্স ইস্টার্ন গির্জা, মালদার কালিয়াচকের শেখপাড়া জামামসজিদ, দক্ষিন দিনাজপুরের পাতিরামের সেন্ট মেরি গির্জাকেও একইভাবে নীল আলোতে সাজানো হয়েছে। কলকাতার পরেশনাথের মন্দির, জাপানী বুদ্ধ মন্দির, নূর মসজিদ এবং সন্ত কুটিয়া গুরদ্বারও নীলাভ রূপ নিয়েছে। ধর্মীয়স্থানগুলিকে সাজানোর মাধ্যমে এইসব ধর্মাবলম্বী মানুষদেরও শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা নিয়ে সচেতন হওয়ার আবেদন করা হয়েছে।

ইউনিসেফের পশ্চিমবঙ্গ অফিসের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অমিত মেহরোত্রা বলেন, 'মেয়ে ও ছেলে যে সমান এবং তাদেরকে সমানভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া উচিত, একথা বোঝার সময় এসে গিয়েছে। আসুন আমরা সবাই মিলে হাতে হাত লাগিয়ে আজকের পৃথিবীকে শিশুদের জন্য রক্ষা করি।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ নভেম্বর ৪ অগ্রহায়ন, ১৪৩০, মঙ্গলবার

# ব্যারাকপুর থেকে কলকাতা রোগীকে ফেরানোর অভিযোগ ৪টি সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে

## শেষে খড়দার বলরাম সেবা মন্দির হাসপাতালে ভর্তি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট নির্দেশ, জরুরি ভিত্তিতে আসা রোগীকে কোনওভাবেই হাসপাতাল থেকে ফেরানো যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশকে অমান্য করেই রাজ্যের চার-চারটি সরকারি হাসাপাতালের বিরুদ্ধে রোগীকে ফেরানোর অভিযোগ উঠল। কাঠগড়ায় ব্যারাকপুর বিএন বসু, কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, এনআরএস এবং বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি।

জানা গিয়েছে, রহড়ার আজমতলার বাসিন্দা ৩৬ বছরের তনুশোভা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার ভোরে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। খিচুনি শুরু হয়েছিল তাঁর। রোগীর স্বামী অজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রথমে স্ত্রীকে বারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা বলেন, ওনার সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে। এখানে চিকিৎসা হবে না। সেখান থেকে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয় কামারহাটির সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে বলা হয় নার্ভের রোগী, তাই অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। এরপর স্ত্রীকে কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সাগরদত্ত হাসপাতাল রেফার না করায় এনআরএস ভর্তি নেয়নি। এরপর বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি হাসপাতাল ঘুরে ফের তাঁকে আজমতলার বাড়িতে আনা হয়। শেষ পর্যন্ত সোমবার সকালে খড়দা শহর তৃণমূল যুব সভাপতি দিব্যেন্দু চৌধুরীর সহায়তায় তনুশোভা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খড়দার বলরাম সেবা মন্দির স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তৃণমূল নেতা দিব্যেন্দু চৌধুরী বলেন, 'ব্যারাকপুর বি এন বসু হাসপাতাল, কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতাল-সহ কলকাতার আরও দু'টি সরকারি হাসপাতালে রোগীকে ঘুরতে হয়েছে। হয়তো ওই হাসপাতালগুলোতে বেড না থাকায় রোগী ভর্তি হতে পারেননি। তাছাড়া কলকাতার হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ অত্যন্ত বেশি। তবে উনি খুব মাথা যন্ত্রনায় ছটফট করছিলেন। সুপার ও চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার পর অ্যাম্বুল্যান্সে করে ওনাকে এনে বলরাম সেবা মন্দির হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।' দিব্যেন্দুর কথায়, এখানে উনি ভালোই চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। বলরাম সেবা মন্দির হাসপাতালের চিকিৎসক শর্মিষ্ঠা নাগ চৌধুরী জানান, ওনার প্রেসার ও সুগার নর্মাল আছে। সিটি স্ক্যান রিপোর্টও নর্মাল। তবে মাথা যন্ত্রনা হচ্ছিল। ইসিজি ও রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী ওনার চিকিৎসা করা হবে।

# সৌভিকের জামিন মামলায় ইডিকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত মানিক ভট্টাচার্যের ছেলের জামিন মামলায় ইডিকে নোটিস দিল সুপ্রিম কোর্ট। জামিনের আবেদন করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মানিক ভট্টাচার্যের ছেলে সৌভিক ভট্টাচার্য। তাঁর আইনজীবী মুকুল রোহিতগির দাবি, ইডি গ্রেপ্তার না করলেও জেলে পাঠানো হয়েছে তাঁর মক্কেলকে। আবেদনের প্রেক্ষিতে এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডিকে নোটিস ইস্যু করে শীর্ষ আদালত। সূত্রের খবর, সোমবার বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার এজলাসে মামলার শুনানি হয়।

এদিন শুনানি চলাকালীন সৌভিক ভট্টাচার্যের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করে ইডির তরফে জানানো হয়, আদালতের নির্দেশে সৌভিক ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও সেই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সৌভিক ভট্টাচার্যের আইনজীবী মুকুল রোহতগি। বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী সৌভিকের বাবা মানিক ভট্টাচার্য ও মা শতরূপা ভট্টাচার্যের তদন্ত সম্পর্কে জানতে চান। আইনজীবী রোহতগি জানান, মানিক ভট্টাচার্য জেলে আছেন। শতরূপা ভট্টাচার্য জামিন পেয়েছেন। এরপরই ইডিকে নোটিস জারি করে আদালত।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্তভার নেওয়ার পরই ইডি'র স্ক্যানারে আসেন তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। একাধিকবার তলবের পর গত বছরের ১১ অক্টোবর ইডি'র হাতে গ্রেপ্তার হন তিনি। তার পর মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী শতরূপা এবং ছেলে সৌভিক ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইডির অভিযোগ ছিল, বেনামি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে নিয়োগ দুর্নীতির টাকা ঘুরপথে গিয়েছে মানিকের ছেলের অ্যাকাউন্টে। সৌভিকের ছেলের নামে বহু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে, যা নিয়োগ দুর্নীতির টাকায় কেনা। সৌভিকের মতো এই একই অভিযোগ ছিল তাঁর মা তথা মানিকের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেও। দু'জনই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। শতরূপা ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন। এবার সৌভিক জামিন পেতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন।

সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিল্পীকে স্মরণ করে মহানগরে পদযাত্রা। ছবি: অদিতি সাহা

# আপ হাসনাবাদ লোকাল ঢুকতেই ঝাঁপ মহিলার, মুহূর্তে দু'টুকরো দেহ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সপ্তাহের শুরুর দিন। সাড়ে দশটার সময় ব্যস্ত স্টেশন চত্বর। ট্রেনেও ভিড়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আচমকা সকলের চোখের সামনে গ্যালোপিং ট্রেন আসতেই ঝাঁপ দিলেন মহিলা। মুহূর্তে দু'টুকরো হয়ে গেল দেহ।

সোমবার সকাল ১০.৫০ নাগাদ শিয়ালদহ-বারাসত রুটের দুর্গানগর স্টেশনে। সেই সময় ২ নম্বর লাইনে আসছিল আপ হাসনাবাদ-শিয়ালদহ লোকাল। ট্রেন আসতে দেখে হঠাৎ করেই লাইনে ঝাঁপ দেন ওই মহিলা। তাঁর বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর হবে। ট্রেনের ধাক্কায় তাঁর শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে যান সেখানে উপস্থিত সকলেই। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, তাঁরা বুঝতেই পারেননি মহিলা এমন কিছু করবেন বা করতে পারেন। জানা গিয়েছে, গ্যালোপিং আপ হাসনাবাদ আসছে শুনে ১ নম্বর লাইন দিয়ে মহিলা ২ নম্বর লাইনের দিকে এগিয়ে যান। অনেকেই ভেবেছিলেন, তিনি লাইন পার হওয়ার জন্য এগোচ্ছেন। কিন্তু ট্রেন কাছে আসতেই তিনি লাইনের ওপর ঝাঁপ দিয়ে দেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত মহিলার বাড়ি দুর্গানগর এলাকায়। পারিবারিক কারণেই আত্মহত্যা বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি। খবর পেয়ে বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ঘটনাস্থলে আসে রেল পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার জেরে সংশ্লিষ্ট লাইনে বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়। সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

# ২৪ নভেম্বর কর্মসমিতির বৈঠকের ডাক যাদবপুরের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের

## ফের নিয়মের গেরোয় তা বানচাল হবে কি! প্রশ্ন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বিতর্কের মাঝেই ফের ২৪ নভেম্বর কর্মসমিতির বৈঠক ডাকলেন যাদবপুরের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। প্রসঙ্গত, গত কর্মসমিতির বৈঠকে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমতি না থাকায় শেষ পর্যন্ত তা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। স্বভাবতই এবারও কর্মসমিতির বৈঠকের ভবিষ্যৎ ঘিরে তৈরি হয়েছে জটিলতা। যেহেতু বুদ্ধদেব সাউ একজন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, প্রশ্ন উঠছে তাঁর কর্মসমিতির বৈঠক ডাকার এক্তিয়ার আছে কি?

সূত্র বলছে, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে এখনও বৈঠকের বিষয়ে অনুমতি আসেনি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, অনুমতি না মিললে আবারও বৈঠক বাতিল হবে কি! এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুখে কুলুপ এঁটেছে। এদিকে সূত্রের খবর, কর্মসমিতির এই বৈঠকে বাজেট ও সমাবর্তন নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। তবে এবারের বৈঠকে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সবুজ সঙ্কেত মিলবে কি না, প্রশ্ন উঠছে।

প্রসঙ্গত, চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে কর্মসমিতির বৈঠক ডেকেছিলেন যাদবপুরের উপাচার্য। এদিকে বিকাশ ভবনের বক্তব্য, বুদ্ধদেব সাউ স্থায়ী উপাচার্য না হওয়ার কারণে তিনি কর্মসমিতির বৈঠক ডাকতে পারেন না। ফলে সেই বৈঠক বাতিল হয় শুধু যাদবপুর নয়, গত ৭ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও সিন্ডিকেট মিটিং হওয়ার কথা ছিল। এরপরই উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে রেজিস্ট্রারকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, এই মিটিং হলে তা আইন ভাঙার সমান হবে। ফলে সেই সিন্ডিকেট মিটিংও বাতিল হয়।

# জগদ্দল মিনি চন্দননগর হয়ে উঠেছে: সাংসদ অর্জুন সিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** জগদ্ধাত্রী পুজোর আরাধনা ঘিরে জগদ্দল ইদানিং মিনি চন্দননগর হয়ে উঠেছে। সোমবার সন্ধেয় জগদ্দলের সুন্দিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির পুজোর উদ্বোধন করে এমনটাই দাবি করলেন সাংসদ অর্জুন সিং। এবারে এখানকার পুজো ৫৪ বছরে পড়ল। গৌতম বুদ্ধকে স্মরণে রেখে এখানে মণ্ডপ সাজানো হয়েছে। পুজোর উদ্বোধন করে সাংসদ বলেন, 'শিল্পাঞ্চল ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষজন এখন চন্দননগরের বদলে জগদ্দলের গোলঘর ও সুন্দিয়ায় আসেন। ইদানিং থিম ভাবনায় এখানে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার প্রতিযোগিতাও চলে'। সাংসদের কথায়, মানুষের সেবা থেকে বড় পুজো আর নেই। পুজোর খরচ বাঁচিয়ে সেবামূলক কাজে নিয়োগের বার্তা দেন ব্যারাকপুরের সাংসদ। তাঁর দাবি, মা এসেছেন। অসুর শক্তি নাশ হবেন।

সাংসদ ছাড়াও পুজোর উদ্বোধনে এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন রায়, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সীমা মন্ডল, তৃণমূল নেতা মন্নু সাউ, পুজো কমিটির অন্যতম কর্তা তপন কুমার কুণ্ডু, গৌতম সরকার প্রমুখ।

# এই সপ্তাহেই শীতের আমেজ, পশ্চিমের জেলায় তাপমাত্রা নামবে ১৫ ডিগ্রিতে!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** দক্ষিণবঙ্গে মেঘ কেটে যাওয়ায় এবার আসতে চলেছে শীতের আমেজ।হাওয়া অফিস বলছে সকাল সন্ধ্যে শীতের আমেজ বাড়বে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নিচে রয়েছে। সপ্তাহের শেষ দিকে ১৫ ডিগ্রিতে পৌঁছবে পারদ, পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের।

কলকাতাতেও ঠান্ডার শিরশরানি টের পাওয়া যাবে এই সপ্তাহেই। হাওয়া অফিসের হিসেব নিকেষ বলছে, আগামী তিন দিন রাতের তাপমাত্রা বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি কমতে পারে।

কলকাতায় সোমবার পরিস্কার আকাশই থাকবে। ক্রমশ কমবে রাতের তাপমাত্রা, সামান্য বাড়বে দিনের তাপমাত্রা। সকাল সন্ধেয় শীতের হালকা আমেজ থাকলেও বেলার দিক সামান্য উষ্ণ থাকবে আবহাওয়া। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় সামান্য অস্বস্তিও হতে পারে। শুক্রবার থেকে পারদ আরও একটু নামবে বলে ইঙ্গিত আবহাওয়া দপ্তরের। ২০ ডিগ্রির নিচে তাপমাত্রা নেমে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস।

কলকাতায় সোমবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। রবিবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম।

উত্তরবঙ্গে শীতের আমেজ স্পষ্ট। আপাতত আকাশ পরিষ্কারই থাকবে। মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায়। মূলত পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে এই বৃষ্টি হবে বলে অনুমান আবহবিদদের। দার্জিলিং ও কালিম্পং এই দুই জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

# এসএসসি-র মামলা ছেড়ে দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতিতে এসএসসি-র সমস্ত মামলা এবার থেকে শুনবে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে মামলা ছাড়লেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি এবং ২০১৬ এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সব মামলা ছাড়লেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

শীর্ষ আদালতের ৯ নভেম্বরের নির্দেশ অনুসারে প্রধান বিচারপতির টি এস শিবজ্ঞানমের সিদ্ধান্ত ২০১৬ সালের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা শুনবে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। ৪ ডিসেম্বর বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে প্রথম শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মামলা তিনি শুনবেন না। তবে প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি তাঁর এজলাসেই হবে। আগামী ২৯ নভেম্বর প্রাথমিক নিয়োগ মামলার শুনানি হবে বলে জানান বিচারপতি। সোমবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চে শুনানি হওয়ার কথা ছিল এসএসসি মামলার। কিন্তু এজলাসে বসেই বিচারপতি জানিয়ে দেন, এসএসসি'র সমস্ত মামলা তিনি আপাতত শুনছেন না। আর তাই নির্দিষ্ট মামলাগুলির শুনানির তালিকা থেকে এসএসসি সংক্রান্ত সমস্ত মামলা সরিয়ে দেন বিচারপতি।

মূলত স্কুল সার্ভিস কমিশনে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে তোলপাড় হয় বাংলা। দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। যাঁরা মূলত বেনিয়মে চাকরি পেয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ এঁদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয়। এরপরই সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কয়েকজন চাকরিহারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। এই আর্জিতে মান্যতা দিয়ে শীর্ষ আদালত কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়।

এদিকে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট এসএসসির নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত মামলা হাইকোর্টেই ফিরিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্ত শেষ করার জন্য দ্রুত সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সিবিআই ও ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে দু'মাসের মধ্যে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত শেষ করতে হবে। এরই পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট এও নির্দেশ দেয়, হাইকোর্টকে ছ'মাসের মধ্যে মামলার শুনানি শেষ করে রায় দিতে হবে। প্রেক্ষিতে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা শোনার জন্য কলকাতা হাইকোর্টকে একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করারও নির্দেশ দেওয়া হয়।

# কালিন্দী অধিবাসীবৃন্দের আবাসনের পুজো এখন সর্বজনীন

**শুভাশিস বিশ্বাস**

**কলকাতা:** ১১ বছক আগে পুজো শুরু হয়েছিল কালিন্দী হাউজিং এস্টেটের সি ব্লকের মাঠে। আবাসনের সেই পুজোর হাত ধরেই গুগলে এই মাঠ এখন পরিচিতি পাচ্ছে কালিন্দী হাউজিংয়ের জগদ্ধাত্রী পুজোর মাঠ হিসেবেই।

২০১৩-তে এই পুজোর পথ চলা শুরু এলাকার জনা দশেকের হাত ধরে। সি ব্লকের এই মাঠেই আড্ডা দিতেন পুজোর উদ্যোক্তারা। কালিন্দীতে তখন দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো ঘটা করে হলেও জগদ্ধাত্রী পুজো হতো না। এদিকে সি-ব্লকের এই মাঠটাও পড়ে থাকতো ফাঁকা। ফলে তদারকির অভাবে সন্ধে হলে এক ভুতুড়ে পরিবেশ তৈরি হতো এই মাঠে। এরপরই মাঠের হাল ফেরাতে উদ্যোগ নেন এই যুবারাই। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এখানেই শুরু হবে মা জগদ্ধাত্রীর আরাধনা। পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে বিশেষ সময় নেননি তাঁরা। তখন থেকেই শুরু কালিন্দী আবাসনে কালিন্দী অধিবাসীবৃন্দের জগদ্ধাত্রী পুজো। নামের থেকে স্পষ্ট, এই পুজো পরিচিতি পায় আবাসনের পুজো হিসেবেই। প্রথমে এই পুজোর প্রতিমার দৈর্ঘ্যে ছিল মাত্র সাত ফুট। যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬ ফুটে। পুজোর বহর নানা দিক থেকে বাড়লেও, বাড়েনি পুজোর ফান্ডিং। পুজো উপলক্ষে কোনও চাঁদা তোলা হয় না কালিন্দী হাউজিংয়ের আবাসিকদের কাছ থেকে। উদ্যোক্তাদের নিজেদের উদ্যোগেই হয়ে আসছে পুজো। তবে কেউ এগিয়ে এলে ফেরানো হয় না তাঁদের। এদিকে মূল্যবৃদ্ধির বাজারে পুজোয় কোনও খামতি না রাখতে কাটছাঁট করতে হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে।

কালিন্দী অধিবাসীবৃন্দের এই পুজো হয় নবমীর দিন। এটাই প্রথা কলকাতার জগদ্ধাত্রীর পুজোর। পুজোর উদ্বোধন হয় অষ্টমীর দিন। একেবারে অনাড়ম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। পুজোর কর্মকর্তাদের কথায়, এবারে পুজোর উদ্বোধন করবেন মায়ের সখীরাই। অর্থাৎ এই পুজো উদ্যোক্তাদের স্ত্রীয়েরা। কারণ, এঁরা এই পুজোর যাবতীয় দায়িত্ব সামলান বলে দেবীর সখী হিসেবেই পরিচিত পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে। এর অঙ্গ হিসেবে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে তাতে অংশ নেবেন কালিন্দী হাউজিং বা এর আশপাশের বাসিন্দারা। এদিকে ফি-বছরই এই পুজো মণ্ডপের পাশেই তৈরি করা হয় একটি স্টেজ, যা ওপেন-টু-অল। ফলে আট থেকে আশির কেউ না কেউ পারফর্ম করতেই থাকেন এই স্টেজে। আর সেই কারণেই পয়সা খরচ করে বাইরে থেকে কোনও শিল্পী আনার প্রয়োজন কখনওই বোধ করেননি পুজো উদ্যোক্তারা।

এই ভাবগম্ভীর পরিবেশ বজায় রাখতেই পুজোর প্রতিমার রূপদান হয় একেবারে সনাতনী স্টাইলে। এবছরের পুজোর প্রতিমার রূপদান করেছেন কুমোরটুলির প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী মিন্টু পাল। মণ্ডপ নির্মাণেও নেই কোনও ধরনের বাহুল্য। সবমিলিয়ে পুজো মণ্ডপের পরিবেশ একেবারেই বাড়ির পুজোর মতো বললে অত্যুক্তি হবে না।

এরপর নবমীর সকাল থেকেই শুরু হয় পুজো। শাক্ত মতে পুজো সম্পন্ন হলেও ছাগবলি একেবারেই নিষিদ্ধ। বদলে দেওয়া হয় আখ বা চালকুমড়ো বলি। এরপর পুজো শেষে শুরু হয় ভোগ বিতরণের পালা। ভোগ বিতরণে কোনও ধরনের কার্পণ্য নেই পুজো উদ্যোক্তাদের। এই ভোগ একেবারে সর্বসাধারণের জন্য। ভোগ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কেউই খালি হাতে ফেরেন না এই পুজো মণ্ডপ থেকে।

এরপর দশমীর দিন মায়ের নিরঞ্জনও হয় অনাড়ম্বর ভাবেই। প্রথম কয়েক বছর দেবী মূর্তি নিরঞ্জনে ছৌ-নৃত্য থেকে শুরু করে কীর্তনের দল অংশ নিলেও এখন অর্থের সঙ্কুলান না হওয়ায় সেখানেও কাটছাঁট করতে হয়েছে বলে জানান পুজো উদ্যোক্তারা। তবে নিরঞ্জনের সময় পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নিরঞ্জনে পা মেলান কালিন্দী অধিবাসীবৃন্দের অনেকেই।

## সম্পাদকীয়

### ইতিহাসের স্বার্থে মূল্যায়ন দরকার

জওহরলাল নেহরু সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোদ্ধা মনে করতেন। তাঁদের মধ্যে স্নেহের সম্পর্ক ছিল; অন্তত নেহরু সে কথা বলেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসও কি তা-ই বলে? গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে এই দুই তরুণ নেতা দেশে বিপুল জনপ্রিয় ছিলেন, ব্যক্তিগত ভাবেও তাঁরা কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই সুসময় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ, তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিলেন। বিভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৩৯-এর জানুয়ারিতে, কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে, যেখানে সুভাষ দলের সভাপতিত্বের জন্য গান্ধী সমর্থিত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়ার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই মহারণে সুভাষ নেহরুর সমর্থন আশা করলেও তা পাননি। নেহরুর ভূমিকায় সুভাষ বিশেষ ক্ষুব্ধ হন, ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয়নাথকে এক চিঠিতে তিনি খোলাখুলি লেখেন, তাঁর বিরুদ্ধে নেহরুর প্রচার তাঁর যতটা ক্ষতি করেছে, অত আর কেউ করেনি। স্পষ্ট যে, মতভেদ রাজনৈতিক থেকে ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে। সাত মাস পরে সুভাষকে লেখা শেষ চিঠিতে নেহরু বলেন, 'আমি দুঃখিত যে আমাকে বুঝতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে। হয়তো চেষ্টা করার মানে হয় না' (নেহরু অ্যান্ড বোস প্যারালাল লাইভস, রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়)। এই কথাগুলো 'ভ্রাতৃপ্রতিম' বলা যায় কি? যদিও ত্রিপুরীর ঘটনার দু'দশক পরে এক বিদেশি সাংবাদিকের কাছে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নেহরু বলেন, 'ইট ইজ ট্রু, আই ডিড লেট সুভাষ ডাউন' (রিপোর্টিং ইন্ডিয়া, তারা জনিকিন, ১৯৬২)। ১৯৪২-এর এপ্রিলে নেহরু বলেন, সুভাষ জাপানিদের নিয়ে ভারতে ঢুকলে তিনি নিজে গিয়ে যুদ্ধ করবেন। অথচ, পরে এই অবস্থানের বিপরীতে চলে যান। আজাদ হিন্দ সেনানীদের বিচারের সময়ে তিনি নিজে আইনজীবীর গাউন পরে তাঁদের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, সে সময় আজাদ হিন্দের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে, সংযুক্ত প্রদেশের রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট দিচ্ছেন যে, তখন সুভাষ গান্ধীজির থেকেও জনপ্রিয়। সামনে দেশব্যাপী গণপরিষদের নির্বাচন। সে সময়ে নেহরু ভোটের জন্য এক জন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের ভূমিকায় নেমেছিলেন। আজাদ হিন্দ-এর প্রতি তিনি প্রকৃত শ্রদ্ধাশীল হলে প্রতুল গুপ্তের লেখা ইতিহাস আজও অপ্রকাশিত থাকত না। ইতিহাসের খাতিরেই নিরপেক্ষ মূল্যায়ন দরকার।

## শাশ্বত কথা

### ঈশ্বর দর্শনই লক্ষ্য

রাম রাম সীতারাম অন্যায় দেখবার আগে দেখতে হবে মানবজন্ম কিসের জন্য, ভগবদ্দর্শনই জীবনেরল লক্ষ্য তখন অপরের দোষ দর্শন না ক'রে ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টা করাই সাধুসম্মত পথ। যতদিন জগৎ থাকবে ততদিন দোষী থাকবেই। একজন অন্যায় ক'চ্ছে, আমি তা লোকের কাছে ব'লে শুনে জিভ কানকে কেন মলিন করি রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, রাম রাম সীতারাম? যাক্ সকল শাস্ত্রই ব'লেছেন- সাধু গুরুর দর্শন স্পর্শন প্রণাম সেবা পাদোদক পান প্রসাদ ভোজন-তার দ্বারা যত বড় পাতকী হোক না কেন শান্তি লাভ করে। যেস্থানে ভগবদ্ভক্ত সাধু অবস্থান করেন, তথায় সাত্ত্বিক পরমাণু জমাট বেঁধে থাকে। সেখানে যে কেউ যায় তার শরীরে সাত্ত্বিক পরমাণু প্রবেশ ক'রে তার প্রাণে আনন্দের সঞ্চার ক'রে দেবে।

**— সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব**

## জন্মদিন

### আজকের দিন

*হেলেন*

১৯২৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রেমনাথের জন্মদিন।*
১৯৩৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রুমা গুহঠাকুরতার জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী হেলেনের জন্মদিন।*

# বাংলা কবিতায় আপোষহীন যোদ্ধা
# মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

**স্বপনকুমার মণ্ডল**

**মোহিনীমোহন একের পর এক কাব্যের মধ্যে নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠকে সরব করে তুললেও প্রত্যাশিত ভাবে সাড়া জাগাতে অসফল হন। আসলে রাজনৈতিক পরিচয় আপনাতেই শিল্পসাহিত্যের সর্বজনীন প্রভাবকে সঙ্কীর্ণ করে তোলে, একদেশদর্শিতায় বিরূপতা বয়ে আনে। সেক্ষেত্রে শিল্পীসাহিত্যিকের জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে তা বেশিরভাগ সময়েই সুফলদায়ী হয় না। সেখানে পক্ষ-বিপক্ষের সঙ্কীর্ণতাই নয়, স্বপক্ষের মধ্যেও মান্যতাবোধে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। মোহিনীমোহনের ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হলেও তাঁর কবি-পরিচিতির সহায়ক হয়ে ওঠেনি। উল্টে তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ই তাঁর কবিসত্তার বিস্তারে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।**

প্রতিপক্ষ যদি শক্তিশালী হয়, তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কঠিন। তাঁর চেয়েও কঠিন তাতে অবিচল থাকা, অবিরত হওয়া। প্রতিবাদ করার জন্য সাময়িক সাহসই যথেষ্ট, অবিচল থাকার জন্য দুঃসাহসই যথেষ্ট নয়, আত্মত্যাগও জরুরি। অনেকেই সূচনায় প্রতিবাদে সামিল হয়, পরে অবস্থা বুঝে তা থেকে সরে আসে, নয় তো সমঝোতা করে। সেখানে সমঝোতা এক্সপ্রেসে ভিড়ে ঠাঁসা যাত্রীর পাশে হাতে গোনা দু-একজন ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে আপন মূল্যবোধে, আপনার আদর্শে, স্বকীয় আভিজাত্যবোধে সোনালি ভোরের প্রতীক্ষায়। স্বাভাবিক ভাবেই কবিতাকে যে কবি সময় বুঝে হাতিয়ার করে নেন, সময়ান্তরে তিনিই আবার প্রতিবাদের পথ ছেড়ে সুবিধাবাদী মেকি বিপ্লবের পথে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন বা মানুষের পাশে থেকে সরে এসে ক্ষমতাশালীর দাসত্বে রাজত্ব করতেই মুখর হয়ে ওঠেন। কেননা নিরবচ্ছিন্ন প্রতিবাদে শুধু প্রাণসংশয়ই নয়, প্রতিবাদীর ধনে-মানেও সর্বস্বান্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। অথচ তারপরও যাঁকে রোখা সম্ভব হয় না, তখন ধরে নিতে হয় কবিতাই কবির যুদ্ধের হাতিয়ার। সেই হাতিয়ারে শান দিয়ে চলাই কবির আজীবন ব্রত। সেরকম সন্ধিবিহীন সংসপ্তক কবি পুরুলিয়ার মোহিনীমোহিনী গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৩৭-এর ১১ নভেম্বর)। বাংলা কবিতাচর্চায় তাঁর আপোষহীন সবুজ প্রকৃতিই তাঁকে যেমন বৃত্তচ্যুত করেছে, তেমনই দিয়েছে বনেদি আভিজাত্য। সেক্ষেত্রে তাঁর অসফলতাই তাঁর সাফল্যের মাফকাঠি, তাঁর সার্থকতাই তাঁর আভিজাত্য।

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল ধরে সক্রিয়ভাবে সাহিত্যচর্চা করেছেন। ছাত্রজীবন থেকে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, অচিরেই তাঁর কবিতাচর্চায় হাতেখড়ি। ১৯৫৫ থেকে তাঁর কবিতার ভুবন বিস্তৃতি লাভ করে। 'মৌচাক', 'শিশুশাথী' প্রভৃতি ছোটদের পত্রিকা থেকে বড়দের 'প্রবাসী, 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী', 'কৃত্তিবাস' পরিচয়' প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকায় তিনি ছড়িয়ে পড়েন। অন্যদিকে ছয়ের দশকের শেষে ১৯৬৯-এ মোহিনীমোহন 'কেতকী' নামে নিজেই একটি আধুনিক কবিতার ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন যা ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ বছর(১৯১৮) অতিক্রম করেছে। সময়ান্তরে তিনি অসংখ্য পত্রিকা সম্পাদনায় সক্রিয় হয়েছেন। অচিরেই তাঁর প্রতিবাদী চেতনায় যেমন রাজনীতি সক্রিয়তা লাভ করে,তেমনই কবিতাও হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে তাঁর অদম্য মন ও সৎসাহসই তাঁকে আফোসহীন সংগ্রামী কবিতে পরিণত করেছে। সাতের দশক থেকেই তাঁর একের পর এক কাব্য প্রকাশিত হতে থাকে। 'নক্ষত্র পুরুষ' (১৯৭৬), 'জ্যোৎস্নার নাবিক' (১৯৮২), 'প্রতিবাদী সময়ের মুখ' (১৯৮৩), 'অর্জুনের চোখ' (১৯৮৩), 'অবাক পৃথিবী' (১৯৮৪), 'বুকের গোপন অস্ত্রগুলি' (১৯৮৪), বিষ পাথর' (১৯৮৪), 'রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে' (১৯৮৫) প্রভৃতি কাব্য তার পরিচয়। সেদিক থেকে মোহিনীমোহনের ধারাবাহিক কাব্যচর্চা ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করে। শুধু তাই নয়, তাঁর কবিসত্তার মধ্যেও এসেছে প্রতিবাদী বাংলার মুখ। তাঁর প্রেমের আবেগ অচিরেই প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়। সত্তরের দশকে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল, গ্রামে ফেরার ডাক এসেছিল, তার প্রভাব প্রতিবাদী সাহিত্যের পরিসরে সেভাবে সক্রিয় হতে পারেনি। মোহিনীমোহন নিজেও সেকথা অকপটে তাঁর লেখায় ('পুরুলিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে', 'পশ্চিমবঙ্গ', পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা, জুন ২০০৭) জানিয়েছেন 'সত্তর দশক মুক্তির দশক' শ্লোগানে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠলেও পুরুলিয়া জেলার লেখকেরা তেমন কোনো যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি।' অথচ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে সত্তরের দশকে শোষিত-শাসিত গ্রামবাংলাকে তুলে ধরার পরিসর তীব্র প্রভাব বিস্তার করে। শুধু তাই নয়, 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'র গ্রামীণ বাংলার জনজীবনের রোমান্টিক চেতনা যে জমিদার-জোতদারদের শোষণে-শাসনে রিক্ত হয়ে পড়েছিল, কলকাতার আলোমুখী সাহিত্যচর্চায় তার হদিশ ছিল না। সেখানে সমাজের অন্তেবাসী নিম্নবর্গের মানুষের দুর্বিষহ জীবনের পরিচয় ১৯৬৭-এর নকশালবাড়ি আন্দোলন মাধ্যমে প্রচার লাভ করে। সেদিক থেকে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ ভারতের মধ্যে স্বাধীনতার আলো যে সম্প্রসারিত হয়নি, তা ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। সাতচল্লিশের স্বাধীনতার পরে সত্তরের দশক মুক্তির দশক হয়ে ওঠে। সেখানে গ্রামের জমিদারি-জোতদারি শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের প্রতিবাদী আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সত্তরের দশকেই মোহিনীমোহন বামপন্থী রাজনীতিতে যোগ দিয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। এজন্য অবশ্য তাঁকে অনেক মূল্য চুকাতে হয়েছে। আর তার প্রভাব পড়েছে সাহিত্যজীবনে।

মোহিনীমোহন মেট্রিক পাশ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেদিক থেকে তাঁর আত্মসচেতন প্রকৃতিই তাঁকে সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি রাজনীতিতে সক্রিয় করে তুলেছিল। সেই অস্থির ভয়ার্ত আবর্তের মধ্যে ১৯৭২-এ সক্রিয় রাজনীতি করতে গিয়ে পারিবারিকভাবে আক্রান্ত হয়ে নিঃস্ব হয়েছেন, একাদিকবার তাঁর প্রাণসংশয় হলেও আবার প্রাণ হাতে নিয়ে উঠেও দাঁড়িয়েছেন । কোনোভাবেই তাঁকে বিরত করা যায়নি । অন্যদিকে তাঁর কবিতাচর্চার মধ্যে যেটুকু রোমান্টিক চেতনা প্রথম দিকে উদ্দীপ্ত হয়েছিল, তাও তিনি আত্মিক সচেতনতায় কাটিয়ে উঠেছেন। সময়ান্তরে স্বপ্নের আকাশ থেকে বাস্তবের মাটিতে আনত হয়েছে তাঁর কাব্যিক সত্তা। সমাজের সংখ্যাগ্রিষ্ঠ প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে যত একাত্ম হয়েছেন কবি, ততই তাঁর প্রতিবাদীসত্তা নিবিড় হয়ে উঠেছে। নক্ষত্র পুরুষ বা জ্যোৎস্নার নাবিকই একসময় প্রতিবাদী মুখ হয়ে ওঠে। অথচ তার বীজও তাঁর মধ্যে ছিল। মোহিনীমোহন তাঁর কবিতার মধ্যেও তা ব্যঞ্জিত করেছেন । 'ধান' কবিতায় প্রথম স্তবকেই কবি সেকথা তুলে ধরেছেন 'একদিন স্বপ্নের জাল বুনেছি একা একা/ অথচ জীবনে যৌবনের বীজ বোনা হয়নি পেলব/ মাটিতে/ভালোবাসার ফসল ঘরে তুলব বলেই/ কৃষকের সহচর আমিও একজন জন্ম-প্রেমিক।' এজন্য কবিতার শেষ স্তবকে কবির অভিমুখ মাটিঘেঁষা মানুষের কথা শোনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে 'এতদিন শুধু বানানো রূপকথাই শুনেছি / এখন মাঠের বুকে ধানের গান শুনবো / মহাপ্রলয়ের পরেও যে ধান প্রাণের শিকড়ে/ সুর তুলে/ আমরা এখন সেই সুরে সুরে শত সুরের ঝরনায়/ জীবনের মন্ত্র শুনতে পাই 'আর সেই 'জীবনের মন্ত্র শুনতে' গিয়ে কবি বৈষম্যপীড়িত সমাজের শোষিত-শাসিত মানুষের মূক মুখে ভাষা জোগাতে গিয়ে কবিতাকেই তার হাতিয়ার করে তুলেছেন। অবশ্য মোহিনীমোহন একের পর এক কাব্যের মধ্যে নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠকে সরব করে তুললেও প্রত্যাশিত ভাবে সাড়া জাগাতে অসফল হন। আসলে রাজনৈতিক পরিচয় আপনাতেই শিল্পসাহিত্যের সর্বজনীন প্রভাবকে সঙ্কীর্ণ করে তোলে, একদেশদর্শিতায় বিরূপতা বয়ে আনে। সেক্ষেত্রে শিল্পীসাহিত্যিকের জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে তা বেশিরভাগ সময়েই সুফলদায়ী হয় না। সেখানে পক্ষ-বিপক্ষের সঙ্কীর্ণতাই নয়, স্বপক্ষের মধ্যেও মান্যতাবোধে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। মোহিনীমোহনের ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হলেও তাঁর কবি-পরিচিতির সহায়ক হয়ে ওঠেনি। উল্টে তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ই তাঁর কবিসত্তার বিস্তারে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। একজন বামপন্থী কবির কাছে সমাজের প্রান্তিক মানুষের হয়ে প্রতিবাদে সামিল হওয়াটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছে। সেদিক থেকে তাঁর প্রতিবাদী কবিসত্তা সমাজমানসে নিবিড় হতে পারেনি। অথচ কবি হিসাবে মোহিনীমোহনের যে স্বকীয় বলিষ্ঠ প্রতিভা ছিল, তাও অচিরেই প্রতীয়মান।

কবি মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য মানুষের মুখের ভাষায় কবিতা লিখেছেন। মিলেছে তাঁর প্রত্যাশিত সাফল্যও। ইতিপূর্বে পুরুলিয়ায় আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা লিখে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। সেখানে মোহিনীমোহিনী মুখোপাধ্যায় সেই মানুভূমি ভাষায় কবিতা লিখে আঞ্চলিক ভাষায় কবিতাচর্চাকেই জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁর 'মাড় ভাতের লড়াই' (১৯৮৫), 'চাঁদে এক কাঠা জমি' (১৯৯২) ও 'মাঠ খসড়া' (১৯৯৯) প্রভৃতি 'আঞ্চলিক উপভাষায় লেখা কবিতা সংকলন অত্যন্ত জনপ্রিয়' বলে কবি তাঁর 'পুরুলিয়ার সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এগুলির একটির পর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে।' 'মাড় ভাতের লড়াই'-এর কবি হিসাবে মোহিনীমোহনের পরিচয় আমজনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । তাঁর কবিতাই হয়ে ওঠে শোষিতগুশাসিত অসহায় মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ । সেই কণ্ঠেই উঠে আসে 'লাফরা মাহাতর জবানবন্দি' 'ই মাটি সবার ই আকাশ সবার/সবার লাগ্যে সব কিছু সমান না হল্যে/কাল্লায় কাল্লায় শোধ লিব আইজ্ঞা/ই কনহ অন্যায় লয়, কনহ অন্যায় লয়।' পানু বাগদির ('মাড় ভাতের লড়াই') জমিদারি শোষণে সর্বস্বান্ত ছবি সোচ্চার হয়ে ওঠে 'পানু বাগদিকে ঘর ছাড়া করে বাবুর কি ফুরতি—/ সব্বাইকে শ্যুনাই শ্যুনাই বলত্য—/ 'চ্যাং মাছের পারা কেও লাফাবি ত ঠ্যাং ট টুঁনাই দিব।/ পোনার গাঁ ছাড়াব/...'খিদা তিষ্ঠায় ভখে শুক্যাঁয় আমসি হঁয়ে মরে/ বাচলা পানু বাগদি।' সেক্ষেত্রে লাফরা মাহাত, পানু বাগদিদের কথা তুলে ধরে কবি তাঁর তীব্র প্রতিবাদী চেতনাকে গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া অসহায় মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্রিয় হয়েছেন। সেই লক্ষ্যে তাঁর আঞ্চলিক উপভাষায় লেখা কবিতার সফলতা তার সাড়া জাগানো জনপ্রিয়তাতেই প্রতীয়মান। অথচ সেই সাফল্য মোহিনীমোহনের কবি-পরিচিতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। বরং সেই জনপ্রিয়তাই তাঁর কবি-পরিচিতিকে আড়াল করেছে। 'মাড় ভাতের লড়াই-এর পরেও পরিশীলিত বাংলা ভাষায় কবির অসংখ্য কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, 'শস্যের মলাট' (১৯৮৬), 'আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বলছি' (১৯৮৭), 'কাচঘরে আগুন' (১৯৮৯), 'রক্তের উজান ঠেলে' (১৯৯০), 'সেই মানুষ' (১৯৯৩), 'কাঞ্চন শস্যের বীক্ষা'(১৯৯৮), 'সময় ও সূর্যের কাছে'(২০০১), 'মেধাবী নীলিমা(২০০২) প্রভৃতি। সেক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সাড়া না মেলায় মাঝে মাঝেই সেই আঞ্চলিক উপভাষায় কবিতাচর্চা করেছেন কবি। সামাজিক দায়বদ্ধতায় মোহিনীমোহনের নিবিড় কাব্যচর্চাও থেকে গেছে উপেক্ষার অন্তরালে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুদীর্ঘকাল বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও তাঁর কবিখ্যাতি সেভাবে স্বীকৃতি মেলেনি। ১৯৯৮-এ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে তাঁকে বাংলা সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট' পুরস্কার প্রদান করা হয়। অথচ পুরুলিয়া থেকেই তাঁর অনেক অনুজ কবি-সাহিত্যিক তাঁর আগের বছরেই আগাদেমি থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় (স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৯) অরুণকুমার বসুর 'বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যের অর্ধশতক' নিবন্ধে মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নামই উল্লেখ করা হয়নি। আবার আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও তাঁর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ তাঁর নিরবচ্ছিন্ন ও নিবিড় কাব্যচর্চার পরিচয় সমুজ্জ্বল।

সেক্ষেত্রে মনে হয় মোহিনীমোহনের রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও সাহিত্যিক আদর্শ পরস্পরের পরিপূরক না হয়ে জনমানসে দূরত্ব রচনা করেছে। অথচ তিনি মনেপ্রাণে একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান মানবতাবাদী কবি। শুধু তাই নয়, তাঁর কাব্যচর্চার মধ্যেও তাঁর সন্ধিহীন লড়াইয়ের বার্তা বিঘোষিত, আপোসহীন সংগ্রামের আহ্বান চরৈবেতি। অথচ তাঁর প্রতিবাদী চেতনায় কোনো রাজনীতির রং নয়, মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কথা বারবার ধ্বনিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে মোহিনীমোহনের শিল্পসচেতনতার পরিচয় অত্যন্ত প্রকট। 'কেতকী' পত্রিকার ৩৮ তম সংখ্যায় মোহিনীমোহন তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছেন 'কবিতাই পারে প্রাতিষ্ঠানিক দার্ঢ্য ও অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে। গভীর জীবনবোধ, মননশীলতা এবং সেই সঙ্গে নান্দনিক বিদ্যুন্ময় করে তুলুক কবির কবিতা।' সেই অভীপ্সিত কবি স্বয়ং তিনি। এজন্য তাঁর কবিতা রাজনৈতিক আদর্শপুষ্ট হয়েও রাজনীতিসর্বস্ব নয়, সময়ের দাবিতে মুখর হলেও চিরন্ততার আলোকদিশারি। নির্মাণের মাধ্যমে তাঁর কবিতার প্রকাশ আকাশ হয়ে ওঠে। সেখানে সচেতনভাবেই কবি 'সৃষ্টি'র পরিবর্তে 'নির্মাণে'র কথা বলেছেন। সেই সংবেদনশীল সযত্নপ্রয়াসকে কবি তাঁর জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে বয়ে চলেছেন দীর্ঘকাল। ২০০৮-এ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর লেখনী অচল হয়ে পড়ে। তার আগে মোহিনীমোহনের কবিসত্তায় যে লক্ষ্যভেদী আদর্শনিষ্ঠা ও শৈল্পিক প্রতিভার অভূতপূর্ব সমন্বয়ের পরিচয় বর্তমান, তার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি অত্যন্ত জরুরি। কবিতার মাধ্যমেই তাঁর জীবনাদর্শ মূর্তি থেকে প্রতিমায় পরিণত হয়েছে। সেখানে তাঁর নৈবেদ্য ছিল সততা, নিষ্ঠা আর আত্মনিবেদিত শিল্পীপ্রতিভা। এজন্য তাঁর চরৈবেতির মন্ত্রে শুধু মাভৈঃ বাণী নেই, এগিয়ে চলার অনিঃশেষ হাতছানিও রয়েছে। তাঁর 'নির্মাণ'-এর গল্প অসমাপ্ত থেকে যায়। কবিও তাঁর অমোঘ ও অবিনাশী উচ্চারণে জানিয়েছেন 'আমি রক্ত যজ্ঞ থেকে উঠে আসা অবিনাশী দুরন্ত আগুন/নিঃশব্দে পুরিয়ে ফেলবো আগাছা জঞ্জাল । / গোধরা গুজরাট কিংবা জম্মু কাশ্মীরে/যে সব ঘাতক নৃত্য করেছে ছুরি হাতে এজিদের মতো/তাদেরকে চিনেছি আমি এরা সব কেশপুর নানুর সিঙ্গুরে/নন্দীগ্রামে হেসে উঠেছে তাদের হনন স্পৃহা আজো ভয়ঙ্কর।/বিষাক্ত বাতাসে উড়ছে গোপন ভাইরাস। '(ইতিহাস কাঁপানো মানুষ) সেই 'ভাইরাস'মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্নেই বিভোর কবির আফোসহীন যুদ্ধ জারি ছিল তাঁর সংবেদী কবিচেতনায়, তাঁর অবিনাশী কবিতায়!

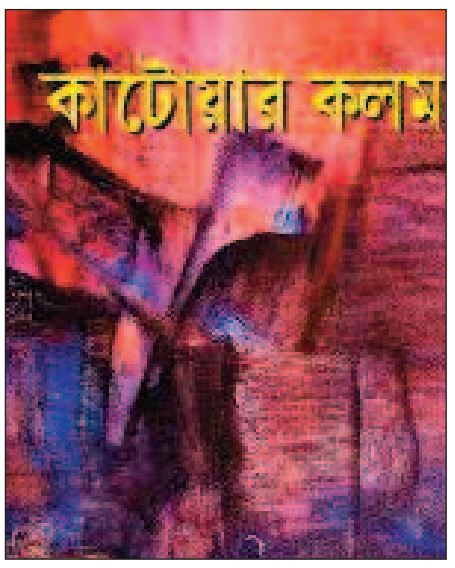


*কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ড. আশুতোষ বিশ্বাস, ড. দয়াময় রায়।*

*লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়*

**লেখা পাঠান**

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# বাঁকুড়া শহরে বড় মিছিল তৃণমূলের, খরচ নিয়ে প্রশ্ন



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** আজ সোমবার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার কর্মীকে বাঁকুড়ায় এনে মহামিছিল করল তৃণমূল। মিছিলের জন্য বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। প্রসঙ্গত, লোকসভার আগে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দুই সাংগঠনিক জেলাতেই সভাপতি পদে বদল করেছে তৃণমূল। আর সেই বদল ঘটতেই তৃণমূলের ওই দুই সাংগঠনিক জেলা এবার নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শনে নামল বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের।

গত লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলায় বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দুই লোকসভাই হাতছাড়া হয়েছিল তৃণমূলের। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনেও বাঁকুড়া জেলার ১২টি আসনের মধ্যে ৮টি আসন হাতছাড়া হয়। এদিকে বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার ঠিক আগেই সংগঠন ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হয়েছে তৃণমূল। সম্প্রতি বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দু'টি সাংগঠনিক জেলাতেই সভাপতি পদে বদল ঘটায় তৃণমূল। আর এই রদবদল হতেই নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শনে নেমে পড়ে বলে মত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের।

এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শয়ে শয়ে বাস ও ছোট গাড়িতে করে দলীয় নেতা, কর্মী ও লোকজনকে বাঁকুড়া শহরে এনে হিন্দু হাইস্কুল মোড় থেকে জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম পর্যন্ত মহামিছিল করে তৃণমূল। এই মহামিছিলের জেরে জেলার বিভিন্ন রুট থেকে সরকারি ও বেসরকারি বাস তুলে নেওয়ায় চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ। মিছিলের জেরে সপ্তাহের প্রথম দিনে বাঁকুড়া বাজার কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। মিছিলে আসা হাজার হাজার কর্মীকে ডিম-ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয় তৃণমূলের তরফে।

এদিকে, এই মিছিলের খরচ নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। তৃণমূল অবশ্য এই মিছিলকে শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা বলে মানতে নারাজ। তৃণমূলের দাবি সর্বস্তরের তৃণমূল কর্মীরা নব নির্বাচিত সভাপতিদের সংবর্ধনা জানাতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই আয়োজন করেছেন। মিছিলের খরচ নিয়ে তৃণমূলের দাবি, কর্মীরা নিজেরাই খরচ করে এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন।

# বিশ্বকাপে দেশের হার মানতে না পেরে আত্মহত্যা যুবকের!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** বিশ্বকাপে দেশের হার মেনে নিতে না পেরে আত্মহত্যা করলেন এক যুবক! আপাদমস্তক ক্রিকেটভক্ত বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের বছর তেইশের যুবক রাহুল লোহার। পরিবারের দাবি, মানসিক অবসাদে নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন ওই যুবক। বিশ্বকাপে ভারতের হারের কারণেই মানসিক অবসাদে এই আত্মহত্যা।

সারা দেশের পাশাপাশি বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের রাহুল লোহারেরও আশা ছিল, দেশ এবার বিশ্বকাপ জিতবে। পেশায় শাড়ির দোকানের কর্মচারী রাহুল একবুক আশা নিয়ে রবিবার রাতে কাজ না গিয়ে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বেলিয়াতোড়ে সিনেমা হলের সামনে প্রোজেক্টরে খেলা দেখতে বসেছিলেন। খেলা শেষ হওয়ার পর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে রাহুল বাড়ি ফিরে যায় বলে জানিয়েছেন আত্মীয়রা। তাঁদের দাবি, এরপরই মানসিক অবসাদে নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন রাহুল।

জানা গিয়েছে, রাত এগারোটা নাগাদ রাহুলের ভাই বাড়িতে ফিরে দাদার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে বেলিয়াতোড় হাসপাতালে নিয়ে



গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। খেলায় দেশের হারের কারণে মানসিক অবসাদে এই আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

# ধুমধাম করে মালদায় পালিত হল ছট পুজো

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** সাড়ম্বরে পালিত হল ছট পুজোর উৎসব। রবিবার বিকেলের পর সোমবার ভোর রাত থেকে ধুমধাম করে মালদায় পালিত হয় ছট পুজো। চতুর্দিকে ঢাকের আওয়াজ এবং আতসবাজির ঝলকানিতেই ভক্তরা এদিন মালদার ইংরেজবাজার শহরের মহানন্দা নদীতে পুজো দিতে যান। ইংরেজবাজার শহরের বিভিন্ন নদীর ঘাটগুলিতে এদিন অসংখ্য ভক্তেরা ভোররাতেই ছট পুজো দেওয়ার জন্য সামিল হন। যদিও মহানন্দা নদীর ঘাটগুলিতে আগে থেকেই পুরসভা এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়াও রাতভর স্পিড বোট এবং যন্ত্রচালিত নৌকোর মাধ্যমেই বিভিন্ন নদীর ঘাটগুলিতে নজরদারি চালায় পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মীরা। এদিন ইংরেজবাজার পুরসভার ৮, ৯, ১২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা নদীর ঘাটে বিপুল সংখ্যক মানুষ ছট পুজো দেখতে ভিড় করেন। যদিও পুরসভা ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওইসব এলাকার নদী ঘাটগুলির আগে থেকেই সংস্কার করা হয়। ভক্তদের পুজো দিতে যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম উদ্যোগ নিয়েছিল সংশ্লিষ্ট পুরসভা কর্তৃপক্ষ। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, মালদায় সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে ছট পুজোর উৎসব। শহরের বিভিন্ন এলাকার নদীর ঘাটগুলিতে পুরসভা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ নজরদারি ও সবরকম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

**ফোরকাস অ্যাপারেলস**
রেজিস্টার্ড অফিস : বি-৩/৭১সি/১৬১, বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, খালপুল, তারা মা টাওয়ার, পো-গোবিন্দপুর, মহেশতলা, কলকাতা-৭০০১৪১

এতদ্দারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ফোরকাস অ্যাপারেলস (সংস্থা) ৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় অংশীদারগণ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী সংস্থার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিবর্তনের জন্য ২০১৪ সালের কোম্পানি (রেজিস্ট্রিকৃত করার জন্য অনুমোদিত)রুলসের রুল ৩(২) এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ অধীনে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়াধীন। সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রস্তাবিত পরিবর্তনের জন্য কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে নোটিশ প্রকাশের সাত (৭) দিনের জন্য হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ রেজিস্টার্ড ডাকে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা-গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড -১২২০৫০, পাঠাতে পারেন এবং একটি কপি সংস্থার উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

ফোরকাস অ্যাপারেলস
তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০২৩ শৈলেশ আগরওয়াল
স্থান : কলকাতা অংশীদার

**E-AUCTION SALE NOTICE UNDER IBC, 2016**
**M/S SUASHISH CAPITAL PVT LIMITED (in Liquidation)**
Reg. office: 235/2A, A.J.C. Bose Road, 3rd Floor, Kolkata-700020.
Date and Time of Auction: 20th December at 10:00 AM to 1:00 PM.
(With unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of Assets and Properties owned by **Suashish Capital Private Limited (In Liquidation)** under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code") forming part of Liquidation Estate by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench, vide order dated 06.10.2023. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform: **https://www.eauctions.co.in**

| Assets | Block | Reserve Price | Earnest Money Amount | Bid Increase Amount |
|---|---|---|---|---|
| Investments, Current Assets and Sundry Debtors | Consolidated | ₹ 14,35,000/- | ₹ 1,43,500/- | Minimum ₹ 0.50 Lac |

**Terms and Condition of the E-auction are as under**
1. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" and "NO RECOURSE BASIS" only.
2. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e- auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website **https://www.eauctions.co.in** Contact no. for any queries: Mr. Vijay Pipaliya /Mr. Ahmed 9870099713.
3. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries regarding the actionable claims at their own expenses and satisfy themselves.
4. The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount through DD/NEFT/RTGS/cheque in the Account of **"Suashish Capital Private Limited (In Liquidation)", Account No.: 60067209883, Branch: Chowringhee, Kolkata, IFSC Code - MAHB0000376,** drawn on any Scheduled Bank.
5. The intending bidder should submit the evidence for EMD Deposit and Request Letter for participation in the E- Auction along with Self attested copy of (1) Proof of Identification (2) Current Address- Proof (3) PAN card (4) Valid e-mail ID (5) Landline and Mobile Phone number (6) Affidavit and Undertaking, as per formats available from the E-Auction process document at **https://www.eauctions.co.in**. These should be furnished to the liquidator at the e-mail **suashish.liq@gmail.com**, **before 6:00 PM of 06.12.2023**.
6. The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount - EMD Amount) within 90 days on issuance of the LOI by the Liquidator. Provided that payment made after 30 days shall attract interest @ 12%. In case of any further default, the entire amount shall be forfeited (EMD + any other amount) by the liquidator.
7. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e- Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.
8. The sale certificate/agreement will be issued in the name of the successful bidder or his nominee to be given in writing before issuance of sale certificate and will not be issued in any other name.
9. The sale shall be subject to provisions of Insolvency and Bankruptcy Code 2016, i.e., Sec 29A in particular and regulations made thereunder for the successful bidder and/or his nominee.
10. The liquidator reserves the right, without giving reasons, at any time and in any respect, to amend and/or annul this invitation.

sd/-
**SOUMITRA BHOSE**
**Liquidator, Suashish Capital Private Limited**
**Date : 21.11.2023** **Email: suashish.liq@gmail.com**
**Place : Kolkata** **Mobile: 9836828815**

# অবৈধ ভাবে জমি দখলের অভিযোগ ইসিএলের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** ইসিএল কর্তৃপক্ষ জমির মালিকদের না জানিয়েই, কাজ শুরু করেছে বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে ভূমিহারা এলাকাবাসী কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। উল্লেখ্য, পাণ্ডবেশ্বরের ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়ার শ্যামসুন্দরপুর ৭ নম্বর কোলিয়ারির কাছেই শুরু হয়েছে এমডিও-র আওতায় কোনটিনিয়াস মাইন তৈরির কাজ। এই পদ্ধতিতে মেশিন দ্বারা ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করা হবে কয়লা। কিছুদিন আগেই ইসিএলের বহু বড় বড় আধিকারিক ঘটা করে উদ্বোধন করেন এই কাজ।

সোমবার হঠাৎ করে এলাকার বহু জমির মালিক এসে হাজির হন কাজ শুরু হওয়া প্রজেক্ট চত্বরে। হাতে ভূমিহারা কমিটির ব্যানার নিয়ে তাঁরা দাবি করেন, যেখানে ইসিএল তাদের প্রজেক্ট শুরু করেছে, সেই জমি তাঁদের। ভূমিহারাদের অভিযোগ, ইসিএল কর্তৃপক্ষ জমির মালিকদের না জানিয়েই, তাঁদের সঙ্গে জমির বিষয়ে কোনও চুক্তি না করেই কাজ শুরু করেছে। সে কারণেই তাঁরা এদিন প্রজেক্টের কাজ বন্ধ করে ইসিএল আধিকারিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন। জমির মালিক প্রদীপ ঘোষের দাবি, যতক্ষণ না পর্যন্ত ইসিএলের তরফে তাঁদের জমির সঠিক ক্ষতিপূরণ ও ন্যায্য পাওনা জমির মালিকদের দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ প্রজেক্টের কাজ বন্ধ রাখবেন ভূমিহারারা।

সোমবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হয় এই বিক্ষোভ। অবশেষে বাঁকোলা এরিয়া জেনারেল ম্যানেজারের আশ্বাসে বিক্ষোভ ওঠে বেলা ২টো নাগাদ। জমিহারাদের এক সদস্য জানান, বাঁকলা এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার




আগামী ২৪ তারিখ জমিহারাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা দেন, জিএম কথা দিতেই বিক্ষোভ উঠে যায়। তবে জমিহারারা জানান, আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে।

**ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** Union Bank of India
A Government of India Undertaking

**রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর**
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

**দাবি নোটিশ**

প্রতি
**মেসার্স আতিব এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা. মহ. ইমতেয়াজ আখতার**
হোল্ডিং নং ৪২, বাজার কলকাতার পাশে, জি টি রোড আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১
**মহ. ইমতেয়াজ আখতার,** পিতা মহ. সেলিম আনসারি
জাহাঙ্গিরি মোহল্লা, কে টি রোড রেলপাড়, আসানসোল - ৭১৩৩০২
**মহ সেলিম আনসারি**
জাহাঙ্গিরি মোহল্লা, কে টি রোড রেলপাড়, আসানসোল - ৭১৩৩০২

বিষয় : **আমাদের রহমানিয়া হাই স্কুল শাখা থেকে মেসার্স আতিব এন্টারপ্রাইজ স্বত্বা. মহ. ইমতেয়াজ আখতার কর্তৃক গৃহীত ঋণসুবিধাদির সঙ্গে সংযুক্ত জামিন বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নোটিশ।**

মাননীয় মহাশয়,
আপনার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, রহমানিয়া হাই স্কুল শাখা থেকে গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে **০৭.১১.২০২৩** তারিখে বকেয়া/সুদ আদায়ে খেলাপির জন্য। বকেয়া পরিমাণ **২২,৫০,৮২০.০০ টাকা (বাইশ লাখ পঞ্চাশ হাজার আটশো কুড়ি টাকা) টাকা** এবং ০৮.১১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ :-

| এ/সি-র প্রকৃতি | সীমা (টা) | আর/এল ও/এস (টা.) | মোট বকেয়া (টা.) ০৮.১১.২০২৩ অনুযায়ী |
|---|---|---|---|
| সিসি জেনারেল | ২২,০০,০০০.০০ টাকা | ২২,১৭,৯০৯.৮১ টাকা | ২২,৫০,৮২০.০০ টাকা |

একাধিকবার দাবি নোটিশ প্রেরণের পরও আপনি বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দানের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে মোট বকেয়া পরিমাণ **২২,৫০,৮২০.০০ টাকা (বাইশ লাখ পঞ্চাশ হাজার আটশো কুড়ি টাকা) টাকা** এবং **০৮.১১.২০২৩** তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ এবং মাস অন্তর ঋণের জন্য আপনাদের দ্বারা সম্পাদিত নিয়ম ও শর্তাদি মোতাবেক সুদ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের অনুকূলে প্রদত্ত নিম্নোক্ত জামিন সম্পত্তি উক্ত আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উশুলের ব্যবস্থা করা হবে।

**জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ**

সম্পত্তি জমি এবং দোতলা ভবন অবস্থিত আরএস প্লট নং ১৪৮৭২ এবং ১৪৯০০ নতুন খতিয়ান নং ৬৭৩৬ এবং ৩৩৩৬, জেএল নং ২০, মৌজা-আসানসোল পুরসভা, হোল্ডিং নং ৭৫(৭৬), জাহাঙ্গির মহল্লা, কে টি রোড, রেলপার, আসানসোল,ওয়ার্ড নং ২৭, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : গলি পরবর্তীতে কুলসুমের সম্পত্তি, দক্ষিণে : রফিকান বাবুর ভবন,পূর্বে : গলি পরবর্তীতে আবদুল মান্নানের সম্পত্তি, পশ্চিমে : নালা পরবর্তীতে সিদ্দিকির সম্পত্তি সমন্বিত।
**ক)** অনুগ্রহ করে অবগত হোন আপনি ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া আদায়দানে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের সংস্থান অধীনে জামিন সম্পদের অধীনে বকেয়া আদায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং সম্পূর্ণ পরিশোধ না হলে অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণের জন্য আদালত/ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে।
**খ)** আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারাধীনে নোটিশ পাওয়ার পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত কোনওরূপ লেনদেন অবরুদ্ধ/প্রতিবন্ধিত হচ্ছে। অনুগ্রহ করে আরও অবগত হোন সংশ্লিষ্ট আইনের লঙ্ঘনের ফলে আইনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
**গ)** অনুগ্রহ করে অবগত হোন উক্ত আইনের ১৩(৮) ধারার সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত
তারিখ : ০৯.১১.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

**এসবিআই আরএসিসি উলুবেড়িয়া (৬২৯৭৭)**
২য় তল, এসবিআই উলুবেড়িয়া বিল্ডিং, উলুবেড়িয়া, হাওড়া-৭১১৩১৫
টেলি নং: ৬২৯২৩০৩৬৪২ , ই-মেইল: sbi.62977@sbi.co.in
পরিশিষ্ট-৪ {রুল-৮(১)}
**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

**এফআইটিএল-অ্যাকা. নং** ৪০২৫৪১০৯৫২৩, ৪০২৫৩৮৩৯২৬৬. **সিসি-অ্যাকা. নং** ৩৫৮৬৭৫৫৭৪৮৮, ৩১৫৫৩১১৫০৫৮. **ডব্লিউসিটিএল-অ্যাকা. নং** ৪০২৫৪১৬৪৭২২, ৪০২৫৩৮৫০৯৮৩, **এইচবিএল-অ্যাকা. নং** ৩২২৯২৯৯৪৭৯৩, ৩২২৯২৯৯৪৯৫৩, ৩৪০৫৮৩২৬৯৮৮, ৩৭১৯০৬৯৫৯৩১

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিসি, উলুবেড়িয়া শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ৩০/০৮/২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী বিশ্বজিৎ সিং,** পিতা- গোপাল চন্দ্র সিং, ঠিকানা-মোল্লাহাট, সরিসানি, শ্যামপুর, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৩১৪, -কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৪৯,৫৯,২৪২.০০/- টাকা (উনপঞ্চাশ লক্ষ উনষাট হাজার দুইশো বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ২৯.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** তদুপরি সুদ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা এবং/জামিনদার টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৭ নভেম্বর, ২০২৩** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **২৪৯,৫৯,২৪২.০০/- টাকা (উনপঞ্চাশ লক্ষ উনষাট হাজার দুইশো বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ২৯.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** তদুপরি আরও সুদ এ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শ্যামপুর শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

১৮ ডেসিমেল পরিমাপের 'বাস্তু' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- সরিসানি, জে.এল. নং-৯৭, দাগ নং ৩৪২৭/৩৯১৩, আরএস খতিয়ান নং ১০৪, এলআর খতিয়ান নং.১০৮৩, থানা- শ্যামপুর এর অধীনে, জেলা - হাওড়া এ অবস্থিত। ২০০৬ সালের দলিল নং আই-৩৭২৯।
সম্পত্তিটি শ্রী বিশ্বজিৎ সিং-এর নামে আছে, পিতা- গোপাল চন্দ্র সিং।

**বিঃদ্রঃ:** দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

**তারিখ: ১৭.১১.২০২৩,** **অনুমোদিত অফিসার,**
**স্থান: উলুবেড়িয়া, হাওড়া** **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

# কড়া নজরদারিতেও ছটপুজোর অনুষ্ঠানে উঠল চুরির অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** রেল পুলিশের কড়া নজরদারি থাকা সত্ত্বেও ছটপুজোর অনুষ্ঠানে চুরির অভিযোগ উঠল পানাগড় রেল স্টেশন সংলগ্ন রেল পুকুর ঘাটে। সোমবার সকালে চুরির ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় পানাগড়ে। ছটপুজো করতে এসে পুরুষ ও মহিলা মিলে সাতজনের সোনার চেন চুরি যাওয়ার অভিযোগ মিলেছে। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে উঠেছে অসহযোগিতার অভিযোগ।

পানাগড়ের বাসিন্দা সুজিত পালের অভিযোগ, তিনি তাঁর



পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার সকালে পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন রেল পুকুরে ছটপুজো করতে যান। সেখানে ঢোকার পর পুজো শেষে তিনি দেখতে পান তাঁর পরিবারের দুই মহিলার গলা থেকে সোনার চেন চুরি হয়ে গিয়েছে। তিনি গোটা পুকুর ঘাটের চারপাশে সোনার চেন খোঁজাখুঁজি শুরু করতেই একাধিক জনের সোনার চেন চুরি হওয়ার ঘটনা সামনে আসে। তাঁর অভিযোগ, এই বিষয়ে রেল পুকুরের ঘাটে মোতায়েন রেল পুলিশের কর্মীদের এবং ছটপুজো কমিটিকে জানালে তাঁদের পক্ষ থেকে কোনও রকম সহযোগিতা পাননি। উলটে শুধুমাত্র মাইকে প্রচার করে সকলকে সাবধান করা হয়।

গোটা এলাকা রেলের অধীনে থাকায় রবিবার থেকে ওই এলাকায় কড়া নজরদারিতে মোতায়েন ছিল রেল পুলিশের কর্মীরা। লাগানো হয়েছিল সিসিটিভি ক্যামেরা। কাঁকসা থানার পুলিশও পুকুর ঘাটে নজরদারি চালায়। কড়া নজরদারি থাকা সত্ত্বেও সোমবার সকালে কী ভাবে চুরির ঘটনা ঘটল, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। এই বিষয়ে যে সমস্ত মহিলার গলার হার চুরি হয়, তাঁরা সকলেই কাঁকসা থানার পুলিশের দারস্থ হন।

# ছটপুজোয় গঙ্গার ঘাটগুলিতে কড়া নিরাপত্তা

**বনস্পতি দে**

**হুগলি:** ছটপুজো উপলক্ষে হুগলির গঙ্গার ঘাটগুলিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুপ্তিপাড়া থেকে উত্তরপাড়া পর্যন্ত গঙ্গার ঘাটগুলিতে নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে জানালেন হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য ও চন্দনগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি। সব থেকে কড়া ব্যবস্থা ও প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল রিষড়ায় প্রেম মন্দির ঘাটে। কারণ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই ঘাট ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন। রিষড়ায় উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক মুক্তা আর্য, চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি।

তাঁদের বক্তব্য, নিরাপত্তা অটুট রাখা হয়েছে। ১২০০ পুলিশকর্মী মোতায়েন আছে গঙ্গার ঘাটগুলিতে, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা হয়েছে, গঙ্গায় লঞ্চ টহল দিচ্ছে। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা আছেন, মেডিক্যাল, পানীয় জল ছাড়াও গঙ্গার ঘাটে অ্যাম্বুল্যান্স রাখা হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রিষড়ার পুরচেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র, ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান সহ বিশিষ্টরা।



এদিকে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব গঙ্গার ঘাটগুলিতে উপস্থিত থেকে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন। সব ওয়ার্ডগুলি ঘুরে দেখেন তিনি। জানান, পর্যাপ্ত আলো সহ ব্লিচিং পাউডার, সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। গঙ্গায় লঞ্চ টহল দিচ্ছে। মেডিক্যাল, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরা রাখা হয়েছে। ঘাটে ছিল প্রচুর পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার আইসি পার্থ শিকদার।

**সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
(ভারত সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত)
পুরুলিয়া শাখা
পি.বি. নং ৪২, সরলা বালা দেবী ম্যানসন, গঙ্গানন্দ মুখার্জি স্ট্রিট
পুরুলিয়া, জেলা - পুরুলিয়া, রাজ্য - প.ব., পিন - ৭২৩ ১০১

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (পরবর্তীতে আইন হিসেবে উল্লিখিত) ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ (পরবর্তীতে রুল হিসেবে উল্লিখিত) সংস্থান অধীনে **১৩.০৯.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স আরতি প্রকন প্রাইভেট লিমিটেড,** শান্তিনীড় কো-অপ. হাউজিং সোসাইটি লি., ফ্ল্যাট নং ৭, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩ ২১২ (পশ্চিমবঙ্গ) **শ্রী অর্ণব বক্সি (প্রয়াত ডিরেক্টর অর্জুন বক্সির আইনি উত্তরাধিকারি) এবং শ্রীমতি সংহিতা বিশ্বাস,** সাকিন নেতাজি সুভাষ রোড, ডালমি নদিহা, ওয়ার্ড নং ৬, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭২৩ ১০২, **ডিরেক্টরগণ : (১) শ্রী অশোক কুমার বিশ্বাস,** সাকিন শান্তিনীড় কো-অপ. হাউজিং সোসাইটি লি., ফ্ল্যাট নং ৭, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩ ২১২ **(২) শ্রীমতি সংহিতা বিশ্বাস,** সাকিন শান্তিনীড় কো-অপ. হাউজিং সোসাইটি লি., ফ্ল্যাট নং ৭, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩ ২১২ **জামিনদাতা : শ্রী অশোক কুমার বিশ্বাস,** সাকিন শান্তিনীড় কো-অপ. হাউজিং সোসাইটি লি., ফ্ল্যাট নং ৭, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩ ২১২ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,৯১,০৬,৫০৯.৮১ টাকা** (এক কোটি একানব্বই লাখ ছয় হাজার পাঁচশো নয় টাকা এবং একাশি পয়সা) টাকা আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৭.১১.২০২৩** তারিখে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র নিকট বকেয়া পরিমাণ **১,৯১,০৬,৫০৯.৮১ টাকা** (এক কোটি একানব্বই লাখ ছয় হাজার পাঁচশো নয় টাকা এবং একাশি পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত ।

**সম্পত্তির তফশিল**

| ক্রম নং | সম্পত্তির মালিকানা | এরিয়া | স্থান | সম্পত্তির বিস্তারিত | সীমানা |
|---|---|---|---|---|---|
| | **১. শ্রী অর্জুন বকসী,** পিতা প্রয়াত শম্ভুনাথ বকসী **২. শ্রী অশোক কুমার বিশ্বাস,** পিতা প্রয়াত অনিল বরণ বিশ্বাস | ১০২৫ বর্গফুট | উত্তরে লেক রোড, মৌজা- পুরুলিয়া, জেএল নং ২, আরএস প্লট নং ৪২৬০, পুরুলিয়া পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ৩, থানা এবং জেলা-পুরুলিয়া। | ফ্ল্যাট নং ডি-১, ৫ম তল, 'স্মৃতিকণা অ্যাপার্টমেন্ট', ৫ তলা ভবন | উত্তরে: ফ্ল্যাট নং ব্লক -ডি২, দক্ষিণে : নিজস্ব স্পেস, পূর্বে : সাধারণ লবি এবং সিঁড়ি, পশ্চিমে : নিজস্ব স্পেস সমন্বিত। |
| | **শ্রী অর্জুন বকসী** পিতা প্রয়াত শম্ভুনাথ বকসী | ১০২৫ বর্গফুট | নেতাজি সুভাষ রোড, মৌজা- নাদিহা, জেএল নং ০৩, আরএস প্লট নং ২৯৩৭/পি, আরএস খতিয়ান নং ৪১৩, হোল্ডিং নং ৯৮১, ওয়ার্ড নং ০৬, পুরুলিয়া পুরসভা, থানা এবং জেলা-পুরুলিয়া। | দক্ষিণ অংশ ভবনের একতলায় পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট এবং খোলা এরিয়া জমি ১৭৫.০০ বর্গফুট। | উত্তরে : বন্দনা ব্যানার্জির মালিকানাধীন ভবনের অংশ, দক্ষিণে : নেতাজি সুভাষ রোড, পূর্বে : বন্দনা ব্যানার্জি এবং চন্দন দারিপার চলার পথ, পশ্চিমে : বন্দনা ব্যানার্জির খালি জমি সমন্বিত। |
| | **মেসার্স আরতি প্রোকন প্রাইভেট লি, ডিরেক্টরগণ : ১. শ্রী অর্জুন বকসী ২. শ্রী অশোক কুমার বিশ্বাস** | ৯.৯৩ ডেসি. | মৌজা : নাদিহা, জেএল নং ০৩, আরএস প্লট নং ৩০০৭, আরএস খতিয়ান নং ৭৩৫, পুরুলিয়া পুরসভা, ওয়ার্ড নং ৭, থানা-পুরুলিয়া, জেলা- পুরুলিয়া | খালি প্লট বাস্তু জমি, | উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : জীতেন চক্রবর্তী এবং এস এন কুমারের ভবন, পূর্বে : অসিত দোরিপা এবং সুব্রত চৌধুরীর সম্পত্তি, পশ্চিমে : চাইবাসা রোড সমন্বিত। |
| | **মেসার্স আরতি প্রোকন প্রাইভেট লি, ডিরেক্টরগণ : ১. অর্জুন বকসী ২. শ্রী অশোক কুমার বিশ্বাস** | ৩.৪১ ডেসি. | মৌজা: নাদিহা, জেএল নং ০৩, আরএস প্লট নং ২৯৩৭, আরএস খতিয়ান নং ৪১৩, হোল্ডিং নং ৯১৫, পুরুলিয়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ৬ অধীন, থানা এবং জেলা - পুরুলিয়া | একটি আরসিসি কাঠামোর আরসিসি ছাদের গুদাম ভবন | উত্তরে : তারক বোসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : কল্পনা সিং এর সম্পত্তি, পূর্বে : ১৩ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : হর প্রসাদ চক্রবর্তীর সম্পত্তি সমন্বিত। |

তারিখ : ১৭.১১.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : পুরুলিয়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

**হারানো দলিল**

এতদ্দারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, চারটি নথিভুক্ত দলিল হারিয়ে গিয়েছে যার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে।

| ক্র.নং | দলিল মালিকের নাম এবং ঠিকানা | দলিল নং এবং তারিখ | জিডিই নং তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১) | ১) শ্রী অজিত কুমার সরকার ২) শ্রী রঞ্জিত কুমার সরকার । উভয়ের পিতা চিত্তরঞ্জন সরকার ঠিকানা- ৮৫/১৫, জিটি রোড (পশ্চিম), পো. ও থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২০৩ | দলিল নং-৩৬০২/২০০১, রেজিস্ট্রিকৃত এ. ডি. এস.আর শ্রীরামপুর হুগলী, অনুযায়ী, তারিখ-১২/০৬/২০০১ | জিডিই নং-১২৩০/ ২০২৩ তারিখ-২১/০৭/২০২৩ থানা-রিষড়া |
| | **সম্পত্তির তপশীল**-সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মৌজা- শ্রীরামপুর, জে. এল. নং-১৩ , আর. এস. দাগ নং-৩৫৮ , আর. এস. খতিয়ান নং-৪১৮১, এল. আর. দাগ নং-৬১৩, এল. আর. খতিয়ান নং-৭৯, শ্রীরামপুর পৌরসভার অধীন , থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ এর অধীনস্থ ২ কাঠা ৮ ছটাক ১৫ বর্গফুট বাস্তু জমি। | | |
| ২) | চিত্তরঞ্জন সরকার পিতা- কালি কুমার সরকার ঠিকানা - মোড়পুকুর, পো.-রিষড়া থানা-আগে শ্রীরামপুর, এখন- রিষড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২০৩ | দলিল নং-৫২২৭/১৯৭২, রেজিস্ট্রিকৃত এ. ডি. এস.আর শ্রীরামপুর হুগলী, অনুযায়ী, তারিখ-০৯/১২/১৯৭২ | জিডিই নং-১২৩০/২০২৩ তারিখ-২১/০৭/২০২৩ থানা-রিষড়া |
| | **সম্পত্তির তপশীল** -সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মৌজা- শ্রীরামপুর, জে. এল. নং-১৩ , আর. এস. দাগ নং-৩৫৮ , আর. এস. খতিয়ান নং-৪১৮১, শ্রীরামপুর পৌরসভার অধীন , থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ এর অধীনস্থ ২ কাঠা ৮ ছটাক শালী জমি। | | |
| ৩) | রবীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী পিতা- রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী ঠিকানা-৮০ ওয়াই, তারাপুকুর গভ. কোয়ার্টার, পো. ও থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২০৩ | দলিল নং-২৮১৯/১৯৭৪, রেজিস্ট্রিকৃত এ. ডি. এস.আর শ্রীরামপুর হুগলী, অনুযায়ী, তারিখ-১৮/০৫/১৯৭৪ | জিডিই নং-১২৩০/ ২০২৩ তারিখ-২১/০৭/২০২৩ থানা-রিষড়া |
| | **সম্পত্তির তপশীল** -সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মৌজা- শ্রীরামপুর, জে. এল. নং-১৩ , আর. এস. দাগ নং-৩৫৬, ৩৫৮ , আর. এস. খতিয়ান নং-৪০০৮, ৪০০৯ এবং ৪১৮১, শ্রীরামপুর পৌরসভার অধীন , থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ এর অধীনস্থ ৩ কাঠা শালী জমি। | | |
| ৪) | ১) শ্রী অজিত কুমার সরকার ২) শ্রী রঞ্জিত কুমার সরকার উভয়ের পিতা চিত্তরঞ্জন সরকার ঠিকানা- ৮৫/১৫, জিটি রোড (পশ্চিম), পো. ও থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২০৩ | দলিল নং-৫১৭/১৯৮৭, রেজিস্ট্রিকৃত এ. ডি. এস.আর শ্রীরামপুর হুগলী, অনুযায়ী, তারিখ-১৬/০৩/১৯৮৭ | জিডিই নং-১২৩০/ ২০২৩ তারিখ-২১/০৭/২০২৩ থানা-রিষড়া |
| | **সম্পত্তির তপশীল** -সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মৌজা- শ্রীরামপুর, জে. এল. নং-১৩ , আর. এস. দাগ নং-৩৫৮ , আর. এস. খতিয়ান নং-৪১৮১, শ্রীরামপুর পৌরসভার অধীন , থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ এর অধীনস্থ ০.০১৪ একর বাস্তু জমি। | | |

সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না। কোনও কারণে সংশ্লিষ্ট হারিয়ে যাওয়া দলিল দ্বারা কোনও ব্যক্তি/গণ, কর্তৃপক্ষ কোনও লেনদেন করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

অ্যাডভোকেট- চিত্রদীপ পোদ্দার
তারিখ-২১.১১.২০২৩ যোগাযোগ নং-৯১৬৩৮৮২০১৮

**সম্পদ বিক্রির বিজ্ঞপ্তি**
**সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
(২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের মাননীয় এনসিএলটি আদেশের মাধ্যমে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে একটি কোম্পানি)
কোম্পানির অফিস : ৭/১১/এ, বিজয়গড় কলোনি, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে সম্পদের বিক্রয়

আবেদন এবং তথ্যাদি জমা দেবার শেষ তারিখ : ৫ ডিসেম্বর, ২০২৩
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩
ব্লক - ১ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত, ব্লক - ২ দুপুর ১২.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত, ব্লক - ৩ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত, ব্লক - ৪ দুপুর ৩.৩০টা থেকে দুপুর ৪.৩০টা পর্যন্ত
(প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
কলকাতার মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ **সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)** মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রি।
ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে:
**https://www.eauctions.co.in**

**বিক্রয়ের জন্য সম্পদ এবং সম্পত্তির প্রাথমিক বিবরণ** লাখ টাকায়

| সম্পদ/স্থান | ঠিকানা/এরিয়া | ব্লক নং | সংরক্ষিত মূল্য | ইএমডি |
|---|---|---|---|---|
| সামগ্রিকভাবে কোম্পানি | সামগ্রিকভাবে কোম্পানি এবং কোম্পানির স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদ সহ | ১ | ৪০৫.০০ | ৪০.৫০ |
| অফিস স্পেস-১ | অফিস স্পেস ২য় তলে পরিমাণ আনুমানিক ৫৩৬ বর্গফুট বিইউএ-৬৪৩ বর্গফুট এসবিএ মালিক কোম্পানি, উত্তর দিকে প্রেমিসেস নং ৭/১১/১এ বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যাযুক্ত পুর প্রেমিসেস নং ৮৫/৭/২০ মীনা পাড়া রোড, বিজয়গড়, পো-যাদবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৫ অধীন, কলকাতা-৭০০০৩২,জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা। | ২ | ২৭.৯০ | ২.৭৯ |
| অফিস স্পেস -২ | অফিস স্পেস ৩য়তলে, পরিমাণ আনুমানিক ৫৫৪ বর্গফুট বিইউএ ৬৬৫ বর্গফুট এসবিএ মালিক কোম্পানি উত্তর দিকে প্রেমিসেস নং ৭/১১/১এ বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যাযুক্ত পুর প্রেমিসেস নং ৮৫/৭/২০ মীনা পাড়া রোড, বিজয়গড়, পো-যাদবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৫,কলকাতা -৭০০০৩২, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা | ৩ | ২৯.২৫ | ২.৯৩ |
| অফিস স্পেস-৩ | বাণিজ্যিক সম্পত্তি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ইউনিট নং ১এ, অবস্থিত সমুদয় দোতলা পরিমাণ আনুমানিক ৩০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস সাততলা ভবনের চত্বরে, এবং জমি এবং লিফট সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত ভবন ৭০বি, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ৫৩,অ্যাসেসি নং ১১-০৫৩-১৮-১৪৩-০, কেএমসি অধিক্ষেত্র অধীন, থানা - তালতলা, ৭০০০১৪। (উক্ত সম্পত্তি ভাড়াটিয়ার দখলে কোনও মেয়াদি চুক্তি ভিত্তি ব্যতীত) | ৪ | ৩০৪.২০ | ৩০.৪২ |

ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি এবং সম্পত্তির বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট : http://www.eauctions.co.in থেকে।
যেকোনও আগ্রহী ক্রেতা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিষয়ে অনুসন্ধানের পর টেন্ডার দাখিল করতে পারেন।
ই-নিলাম এজেন্সির পক্ষে যোগাযোগের ব্যক্তি (লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড) : শ্রী বিজয় পিপালিয়া/শ্রী ইস্থাক আহমেদ
ই-মেল আইডি - admin@eauctions.co.in, মোবাইল নং - + ৯১৯৮৭০০৯৯৭১৩
লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগের ব্যক্তি : সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল,
ইমেল আইডি : cirp.scmpl@gmail.com মোবাইল নং : + ৯১ ৯৮৩০৫৮১৫৭৫

স্বা/-
**সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল**
**সেফ কার্গো মুভারস প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্থ - লিকুইডেটর**
আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P00825/2017-18/11401
স্থান : কলকাতা রেজি. ঠিকানা : ভবানী এনক্লেভ, ৩ডি, ৯৯সি, গিরিশ ঘোষ রোড, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ : ২১ নভেম্বর, ২০২৩

# অভাবী সংসার চালাতে পুত্র সন্তানকে বিক্রি, সাহায্যের হাত বাড়ালেন বিডিও

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** স্বামী ভিন রাজ্যে থাকায় সংসার চালাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের গৃহবধূ। অর্ধাহারে থেকে ১৮ দিনের নিজের পুত্র সন্তানকে এলাকার ব্যবসায়ী দম্পতির কাছে দেড় লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছিল ওই গৃহবধূর বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সন্তানটি উদ্ধার করে গৃহবধূর কাছেই ফিরিয়ে দেন। আর তারপরেই সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক প্রশাসন ওই গৃহবধূর পাশে দাঁড়াল। সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল এদিন সরকারি ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে ওই গৃহবধূর বাড়িতে যান। তাকে সবরকম

সহযোগিতা করেন।

উল্লেখ্য, মালদার চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পিপলা গ্রামের বাসিন্দা লক্ষ্মী দাস। স্বামী ভিন রাজ্যে কর্মরত। ঠিক ভাবে টাকা পাঠাতে পারে না ওই গৃহবধূর স্বামী বলে অভিযোগ। ওই গৃহবধূর এক বছরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। চলতি বছর ১ নভেম্বর হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে আরেকটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় লক্ষ্মীদেবী। কিন্তু বাড়িতে এতটাই টাকার অভাব যে সদ্যোজাতের প্রয়োজনীয় কোনও খাবার বা সামগ্রী কেনার ক্ষমতা নেই লক্ষ্মীদেবীর।

গৃহবধূ লক্ষ্মী দাস জানিয়েছেন, স্থানীয় বিনোদ আগরওয়ালা নামে এক ব্যবসায়ীর কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু কোনও পুত্র সন্তান নেই। লক্ষ্মীর সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে টাকার বিনিময়ে কিনে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। তাই অভাবী লক্ষ্মীদেবী দেড় লক্ষ টাকার বিনিময় তার সদ্যোজাতকে তুলে দেন বিনোদ আগরওয়ালার কাছে। কিন্তু সেই খবর জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়।

এদিন ওই গৃহবধূর বাড়িতে যান হরিশ্চন্দ্রপুর এক ব্লকের ভিডিও সৌমেন মণ্ডল। এছাড়াও মাসে মাসে চাল এবং অর্থ সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। পরিবারটির সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেও আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও। তিনি বলেন, চাঁচল মহকুমা প্রশাসনের নির্দেশে এদিন ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করে তাকে নিত্য প্রয়োজনেও সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। পরিবারটির সমস্যার কথা শুনেছি। তাদের আর্থিক সাহায্য এবং মাসে মাসে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তারা সরকারি ঘর পেয়েছে কি না, তাও খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

# আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ বাগানগ্রাম জনজাগরণ উন্নয়ন সমিতির বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ:** কোটি টাকার উপর আর্থিক আত্মসাৎ করার অভিযোগ একটি সমিতির বিরুদ্ধে, টাকা ফেরত পাবার দাবিতে প্রাপকদের ক্ষোভ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ থানার বাগানগ্রাম বাংলানি এলাকায় ২০০৫ সালে তৈরি হয়েছিল বাগানগ্রাম জনজাগরণ উন্নয়ন সমিতি। গ্রামবাসীরা তাদের জমানো টাকা রেখেছিলেন সেই সমিতিতে। গ্রামবাসীদের কথা মতো ১ টাকা করে সুদ পেতেন তারা। অভিযোগ প্রায় পাঁচ বছর ধরে সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। বাসিন্দারা একাধিকবার দাবি জানিয়েছেন তাদের আসল টাকা ফেরত দেওয়া হোক। অভিযোগ টাকা ফেরতের জায়গায় শুধু প্রতিশ্রুতি মিলেছে। সোমবার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা ওই সমিতির এক সদস্য জয়দীপ বিশ্বাসের বাড়ি ঘিরে ক্ষোভ দেখাতে থাকেন। গ্রামবাসীদের একাংশ জানিয়েছেন প্রায় পাঁচ বছর ধরে আমাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না।

আমরা সমিতির সদস্যদের কাছে দাবি জানিয়েছি আসল টাকা ফেরত দেওয়া হোক তাও ফেরত দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের জমানো টাকা আত্মসাৎ করেছে সমিতির লোকজন। এক কোটি টাকার উপর আত্মসাতের অভিযোগ তুলছেন তারা। শেফালি মণ্ডল নামে এক মহিলা টাকা চাইতে গেলে তাকে মারধরও করা হয় বলেও অভিযোগ। অন্যদিকে সদস্য জয়দীপ বিশ্বাস বলেন, করোনার সময় আমাদের প্রচুর টাকার লোকশান হয়েছে। সেই কারণেই আমরা টাকা দিতে পারছি না। গ্রাহকদের আমরা আশ্বাস দিয়েছি তাদের প্রাপ্য টাকা আমরা ফিরিয়ে দেব। কিছু জমি জায়গা আছে সেগুলো বিক্রি করে তাদের টাকা আমরা পরিশোধ করব। গ্রাহকরা প্রাথমিকভাবে মেনে তারা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছেন যদি সেই সময়ের মতো তারা টাকা না পান তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে তারা।

*খলিশানি সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো।*

*আপনজন ক্লাবের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা।*

*চন্দননগর বাগবাজার সার্বজনীন।*

*চন্দননগর ফটক গোড়ার জগদ্ধাত্রী প্রতিমা।*

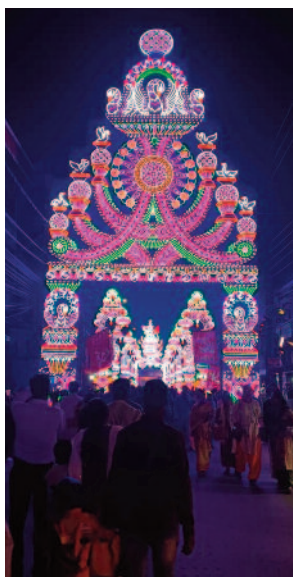

*মধ্যাঞ্চলের লাইট।*

*দৈবক পাড়া সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী প্রতিমার।*

*বড় বাজারের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা।*

*ভদ্রেশ্বর প্রদীপ সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজো এবার ৪৪ বছরে পদার্পণ করল।*

# কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা:** এক কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার রংপাড়া গ্রামের ঘটনা। মৃত কিশোরের নাম রকি হালদার (১৭)। তাঁর বাড়ি কালনার ধর্মডাঙা এলাকায়।

জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে ওই এলাকার একটি ধান সিদ্ধ করার স্টিম ঘরের গোডাউনে বস্তাবন্দি অবস্থায় ওই কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে কালনার রংপাড়া গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কালনা থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠায়।

মৃত কিশোরের আত্মীয়দের দাবি, তার বন্ধুরাই খুনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে, তারাই খুন করে মৃতদেহ বস্তায় ভরে ফেলে গিয়েছে। মৃত কিশোর তার মায়ের সঙ্গে গত দু'মাস ধরে কালনার রংপাড়ার একটি ধান সিদ্ধর স্টিমে কাজ করত। মৃত যুবকের মা রিনা হালদারের দাবি, রকির বাড়ি ফিরতে রাত হওয়ায় ছেলেকে অনেক বার ফোন করেছিলেন। কথাও হয়েছিল কয়েকবার। রবিবার রাতে ফোনে কথা বলার পরই গভীর রাতে বাড়ি না ফেরায় রকিকে ফোন করেন রিনা দেবী, কিন্তু ফোন বন্ধ থাকায় ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না তিনি। রাতে বাড়ি না ফেরায় চিন্তায় পড়ে যান তিনি। সকালে স্টিমে খোঁজ করতে গেলেই ধানের গোডাউনের একটি কোণে বস্তা বন্দি অবস্থায় পরে থাকে দেখেন। তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন সহকর্মীরা। কী কারণে খুন এবং এর সঙ্গে কারা যুক্ত, তা খতিয়ে দেখছে কালনা পুলিশ।

# মহিষাদলে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষ, জখম কমপক্ষে ১৫

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর:** মহিষাদলে তৃণমূল ও বিজেপির এই সংঘর্ষে জখম কমপক্ষে ১৫ জন। বিধায়কের সামনেই সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রথমে ব্যর্থ হলেও পরে কোনোরকমে পুলিশ সামাল দেয় পরিস্থিতি। সংঘর্ষে সরগরম পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল।

সোমবার মহিষাদলের জালপাই রাধাকৃষ্ণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির অনুষ্ঠানে তৃণমূলের বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী সহ শাসক দলের একাধিক নেতৃত্বকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু ডাকা হয়নি স্থানীয় বিজেপির প্রধানকে। কেন ডাকা হল না? তা নিয়েই প্রতিবাদে মুখর হন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। স্থানীয় লক্ষ্যা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রামকৃষ্ণ দাস ও স্থানীয় কিছু মানুষ সমবায়ের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনেই চেঁচামিচি করেন।

এরপরই বিধায়ক তিলক চক্রবর্তীর অনুগামীরা বিজেপি কর্মীদের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। একে অপরের উপর হামলা শুরু হয়। চলে ধুন্ধুমার কাণ্ড। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলেও পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খায়। মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে যায় চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি ও ভাঙচুর। দু'পক্ষের সংঘর্ষে আহত

হয় কমপক্ষে ১৫ জন।

বিধায়ক আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ করেন আহত বিজেপি প্রধান রামকৃষ্ণ। প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান রামকৃষ্ণ দাসের লোকজন।

বিধায়ক তিলককুমার চক্রবর্তী তাঁর বিরুদ্ধে তোলা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, স্থানীয় মানুষ ও সমবায়ের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানের ব্যঘাত ঘটানোর কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। এই বিষয়ে তাঁর কিছু বলার নেই।

# দুঃস্থ মানুষেরর পাশে ফেসবুক গ্রুপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ালো সুবর্ণ রৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা বিষয়ক ফেসবুক পরিবার আমারকার ভাষা, আমারকার গর্ব। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর 'দুই' নম্বর ব্লকের কালিঞ্জা গ্রামের বাসিন্দা সত্যজীবন দণ্ডপাটের স্বাভাবিক ছন্দে চলাফেরায় সমস্যার কথা জেনে তাঁকে সাহায্য করতে সুবর্ণ রৈখিক পরিবারের দিল্লি শাখার সম্পাদক সমীর দণ্ডপাট ও সদস্য সরোজ ঘোষের আর্থিক সহযোগিতায় একটি হুইল চেয়ার তুলে দেন বিশ্বজিৎ পাল, সৌকত আলি সা, সমীর রাউত, উত্তম কুইলা সহ অন্যান্য সদস্যরা। গ্রুপের দিল্লি শাখার

সম্পাদক বলেন, 'আমাদের এই ধরনের কর্মসূচি আগামী দিনেও চলবে। মানুষের সমস্যায় পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য।'

# মহুয়ার এলাকায় থাবা বসাতেই কি জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটিকে বাছলেন সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টার

**নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া**

কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রর সংসদীয় এলাকায় থাবা বসাতে কৃষ্ণনগরের একটি প্রাচীনতম বর্ধিষ্ণুদের জগদ্ধাত্রী পুজোকে বেছে নিলেন সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টার কবীর শঙ্কর বোস। কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যবাহী আরও এক জগদ্ধাত্রী মালোপাড়া বারোয়ারি পুজো কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নিয়েই রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিলেন। কৃষ্ণনগর মালোপাড়া বারোয়ারির জগদ্ধাত্রী দেবীর নাম দেবী জলেশ্বরী।

সামনে লোকসভা নির্বাচন, তাহলে কি সাংসদের নিজের সংসদীয় এলাকায় রাজনৈতিক নেতা তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন, তা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। বিজেপি নেতা তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীকে পুজো কমিটির সভাপতি কেন করা হয়েছে তা নিয়ে নাকি পুজো উদ্যোক্তাদের ওপর চাপও এসেছে বলে খবর।

যদিও এ বিষয়ে মুখ না খুললেও পুজো উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কবীর শঙ্করবাবু মনেপ্রাণে মালোপাড়া বারোয়ারির ফোটোচিত্রকে বাড়িতে রেখে পুজো করেন। আর এ কথা জানার পরেই পুজো উদ্যোক্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁকে সভাপতি করার। সেই মতো তাঁকে প্রস্তাবও দিয়েছেন, আর সেই প্রস্তাবে সারা দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী। তাহলে কি পুজো উদ্যোক্তাদের একাংশ খাল কেটে কুমির আনার মতো বিজেপির এই নেতাকে কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে, তা নিয়ে উঠেছে নানান প্রশ্ন।

যদিও এ বিষয়ে কবীর শংকর বোসকে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করা হলে তিনি দাবি করেন, 'আমি প্রথমত একজন আইনজীবী, দ্বিতীয়ত আমি মালোপাড়ার দেবী জগদ্ধাত্রী মায়ের ভক্ত।' রাজনৈতিক পেশাটাকেও তিনি খাটো করে দেখছেন না, তবে নিজেকে বিজেপির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবেই দাবি করেছেন তিনি।

রাজ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা লড়ে সুপ্রিম কোর্টে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সুনজরে এসেছেন। ক্যাশ অ্যান্ড ওয়ারি ইস্যুতে সর্বপ্রথম বিভিন্ন জাতীয় বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কবীর শঙ্কর বোসকেই কৃষ্ণনগরের সাংসদদের বিরুদ্ধে বলতে শোনা গিয়েছিল। আর তাই জগদ্ধাত্রী পূজাকে ঢাল করে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে তাঁর আগমন ঘটলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

# ৯তম বর্ষে এক ফোঁটা জলে মেটে না তৃষ্ণা সিঙ্গুরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় থিম

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর:** ৪৯ তম বর্ষে পদার্পণ করল হুগলির সিঙ্গুরের রতনপুর উদয় সংঘের পুজো। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভ উদ্বোধন করলেন আঁটপুর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ বশিষ্ঠনন্দজি মহারাজ, উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, সিঙ্গুর ব্লক সমস্টি উন্নয়ন আধিকারিক শৌভিক ঘোষাল, গ্রামীণ পুলিশের এসপি কামোনাশিস সেন, সিঙ্গুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জয়ন্ত পাল, বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান ও অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন জগদ্ধাত্রী পুজোয় দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণও করা হয়।

গ্রামীণ পুলিশের এসপি কামোনাশিস সেন বলেন, এই নিয়ে তৃতীয় বার তিনি হুগলিতে আসছেন। এখানেই তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। হুগলি জেলার একটা ঐতিহ্য জগদ্ধাত্রী পুজো, চন্দননগরের মতো হুগলি গ্রামীণের বিভিন্ন জায়গায় জগদ্ধাত্রী পুজো হচ্ছে, সকলে ভালো থাকবেন।

শৌভিক ঘোষাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। মঞ্চে উপস্থিত সকলকে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানান মহারাজজি, বৈদিক যুগ থেকে আমরা ঋষিদের কণ্ঠে বিভিন্ন বাণী শুনে এসেছি, আমরা এখন যে যুগে বাস করছি সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা মানুষকে জানতে হবে। জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষ্যে মা সারদার জীবনে কি ঘটেছে সেই বিষয়ে কর্ণপাত করেন তিনি।

রতনপুর উদয় সংঘ ক্লাবের সভাপতি তথা মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, মানুষকে সচেতন করার জন্যে এবছরের থিম আমরা করেছি এক ফোঁটা জলেও মেটে না তৃষ্ণা। একফোঁটা জলও অপচয় করা চলবে না এটাই আগামীর বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে। প্রতিমা নিরঞ্জন হবে দ্বাদশী অর্থাৎ শুক্রবার দিন।

# প্রীতি সম্মেলন ও সাংগঠনিক সভা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে শারদ উৎসব ও দীপাবলির শেষে প্রীতি সম্মেলন ও সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হল সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরের মিউনিসিপাল বয়েজ স্কুলে।

সংগঠনের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সাঁই জানিয়েছেন, তাঁরা প্রীতি সম্মেলন ও একটি সাংগঠনিক সভা করেন। সেই সভায় বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য শ্যামল পট্টনায়ক, জেলার বিভিন্ন পদাধিকারীগণ সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। আগামী এক বছরের বিভিন্ন কর্মসূচি বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সমস্যা এবং সরকারি কর্মসূচি যা আছে সেগুলো কী ভাবে পালন করা যায়। সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সকল কর্মচারীদের নিয়ে আগামী ডিসেম্বর মাসে একটি বৈঠক করতে পারেন। সেই বৈঠক কী ভাবে সফল করা যায় এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁরা কোন কোন সমস্যাগুলি তুলে ধরবেন, এই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এদিন সভায়।

# খড়গপুর আইআইটিতে ডিজিটাল লাইব্রেরি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর:** ধীরে ধীরে কদর কমছে লাইব্রেরির। ব্যস্ততার যুগে গ্রন্থাগারে বসে নানান বই পড়ার সময় মানুষের হাতে আর নেই। তাই, খড়গপুরের আইআইটিতে খোলা হয়েছে ডিজিটাল লাইব্রেরি। যা পাঠক জগতে এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আক্ষরিক অর্থে গ্রন্থাগারে বসে বই পড়া নয়, এবার সমস্ত কিছু বই, জার্নাল পাওয়া যাবে ডিজিটালে। প্রযুক্তিবিদ্যার শ্রেষ্ঠ ঠিকানা খড়গপুরের আইআইটিতে রয়েছে ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি। এই ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরির বিকাশে তিনদিনের বিশেষ আন্তর্জাতিক কর্মশালা হয়ে গেল আইআইটিতে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টজনেরা।

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে ব্যস্ততার মাঝে বই পড়া হয়ে ওঠে না। তবে যাদের নেশা রয়েছে তারা অনলাইনে নানান বই, জার্নাল, লেখা পড়েন। তাদের জন্যই ২০১৫ সালের প্রথম পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ডিজিটাল লাইব্রেরির পথচলা শুরু হয়। এরপরে ২০১৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয় ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরির। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরিতে ১০০ মিলিয়নেরও বেশি বিষয়বস্তু এবং প্রতিদিন প্রায় আড়াই থেকে সাড়ে তিন লক্ষ কনটেন্ট পড়া এবং ডাউনলোড সম্ভব। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা বিশ্বের কাছে এটি অনন্য নজির। ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে আইআইটি খড়গপুর দ্বারা বাস্তবায়িত এই ডিজিটাল লাইব্রেরি গবেষক,

পড়ুয়া, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই তিন দিনের বিশেষ আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। যেখানে শিক্ষার ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই উন্নয়নের প্রচারে ডিজিটাল লাইব্রেরির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিশ্বজুড়ে বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, নীতিনির্ধারক এবং অনুশীলনকারীদের একত্রিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেমিনারের উদ্বোধন করেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ধারওয়াড় এর ডিরেক্টর ভেনকাপ্যায়া আর দেশাই।

# রীতি মেনে দ্বারকেশ্বর নদীতে ছট পুজোয় সামিল আরামবাগবাসী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়ে রীতি মেনে ছট পুজোয় সামিল মহকুমাবাসী। মূলত হিন্দি ভাষী মানুষেরা এই পুজো অংশ গ্রহণ করলেও উৎসবে সামিল আপামোর মহকুমার মানুষ। দামোদর, মুন্ডেশ্বরী,দ্বারকেশ্বর নদীর ঘাটগুলিতে ছট পুজো হতে দেখা যায়। আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদীর ঘাটে ভক্ত সমাগম হয় এবং সুর্যের পুজোপাঠ হয়। উল্লেখ্য, ছটপুজো হিন্দু বর্ষপঞ্জীর কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে উদযাপিত একটি প্রাচীন হিন্দু পার্বণ। সূর্য্যোপাসনার এই অনুপম লৌকিক উৎসব পূর্ব ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং নেপালের

তরাই অঞ্চলে পালিত হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে এই পার্বণ প্রবাসী ভারতীয়দের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত হয়েছে। ছট পুজো সূর্য ও তার পত্নী ঊষার প্রতি সমর্পিত হয়।

যেখানে তাকে পৃথিবীতে জীবনের স্রোত বহাল রাখার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আশীর্বাদ প্রদানের কামনা করা হয়। ছটে কোনও মূর্তি পুজো করা হয় না। এই পুজোর কখন উৎপত্তি হয়েছিল তার কোনো স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের শ্লোকসমূহে সূর্য বন্দনার স্পষ্ট নিদর্শন আছে। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক, রোমান, মিশরীয় ইত্যাদির সভ্যতা সমূহেও সূর্য মুখ্য দেবতা ছিলেন। সেভাবে ঊষাও বৈদিক দেবী। জানা গিয়েছে, পুজোর দু'দিন আগে লাউ ভাত এবং একদিন আগে ক্ষীর-ভাত খাওয়ার সঙ্গে ৩৬ ঘণ্টার এক কঠোর ব্রত পালন করতে হয়। পুজোয় সম্পূর্ণ সাত্বিক নৈবেদ্য ইত্যাদি কুলো, ডলা বা পাচিতে রেখে উৎসর্গ করা হয়। বিভিন্ন ফলমূল, মিঠাই ইত্যাদির সঙ্গে পরম্পরাগত বিহারি লোকখাদ্য 'ঠেকুয়া' প্রস্তুত করে নৈবেদ্যরূপে প্রদান করা হয় সূর্য দেবতাকে।

এই সময় নুন-মশলাবর্জিত সম্পূর্ণ নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করা হয়। পুজোর শেষে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীদের প্রসাদ বিতরণ এই পুজোর অন্যতম নিয়ম। বর্তমানে এই পুজো এক সার্বজনীন রূপ পেয়েছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ এই পুজোর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে পুজোয় সামিল হতে শুরু করেছেন। আরামবাগ পুরসভার সমীর ভান্ডারীও ছট পুজোয় সামিল হন। তিনি বলেন, ছট পুজোর জন্য দ্বারকেশ্বর নদী ঘাটে বহু ভক্তের সমাগম হয়। পুরসভার পক্ষ থেকে প্রতিবছরের মতো এই বছরও সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপরদিকে এক পুণ্যার্থী জানান, বাড়ির মা ও মেয়েরা সংসারের কল্যাণ সাধনের জন্যে পুজোপাঠ করেন।

# সাহারাশ্রীকে শেষ শ্রদ্ধার্ঘ

**নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর:** সোমবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল প্রয়াত সাহারাশ্রী সুব্রত রায়ের। শেষ যাত্রায় তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ জানান সাহারা পরিবার-সহ তাবড় রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষ এবং বহু সাধারণ মানুষ। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গভীর শোকপ্রকাশ করেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবও সাহারাশ্রীর প্রয়াণে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। এছাড়াও বিনোদন জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও সাহারাশ্রী সুব্রত রায়কে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এবং তাঁর প্রয়াণে দেশের বৃহত্তর ক্ষতির কথাও উল্লেখ করেন।

# ইন্দিরা গান্ধিকে নিশানা করে কংগ্রেসকে আক্রমণ কেসিআরের

**নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর:** একদা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে ইউপিএ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন তিনি। ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) সেই নেতা তথা তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও (কেসিআর) এ বার কংগ্রেসকে নিশানা করতে গিয়ে সরাসরি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে নিশানা করলেন!

সোমবার তেলঙ্গানা বিধানসভা ভোটের প্রচারে কেসিআর বলেন, 'ইন্দিরা গান্ধির প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ের চেয়ে খারাপ পরিস্থিতি ভারতে কখনও হয়নি। ইন্দিরার আমলে দেশ অনাহারে মৃত্যু, নকশাল আন্দোলন এবং এনকাউন্টারে দেশে ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল।' তেলঙ্গানায় কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিধানসভা ভোটে জিতলে 'ইন্দিরাম্মা রাজ্যম' (ইন্দিরা শাসনকাল) ফিরিয়ে আনার। তারই জবাবে সোমবার কেসিআরের ওই মন্তব্য।

আগামী ৩০ নভেম্বর তেলঙ্গানা বিধানসভার ১১৯টি আসনেই এক দফায় ভোটগ্রহণ হবে। গণনা আগামী ৩ ডিসেম্বর দেশের অন্য চার রাজ্য; মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান এবং মিজোরামের সঙ্গে। কাগজে-কলমে বিআরএস, কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে 'ত্রিমুখী' লড়াই হলেও বিভিন্ন জনমত সমীক্ষার পূর্বাভাস মূল লড়াই হতে চলেছে কেসিআর এবং রাহুল গান্ধির দলের মধ্যে। তার প্রচারের শেষবেলায় তিনি ৫০ বছরের কংগ্রেসি শাসনের বঞ্চনার' কথা তুলে সরব হয়েছেন বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মত।

# হাসপাতালেই পণবন্দিদের আটকে রাখে হামাস, দাবি ইজরায়েলি সেনার

**গাজা, ২০ নভেম্বর:** হাসপাতালে ডেরা গড়ে তোলার পাশাপাশি পণবন্দিদেরও আটকে রাখা হত! সেই দাবির পক্ষে এবার প্রমাণ পেশ করল ইজরায়েলের সেনা। গাজার বৃহত্তম আল শিফা হাসপাতালেই পণবন্দিদের আটকে রাখা হয়েছিল বলে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও ভিডিওর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। উল্লেখ্য, গাজার হাসপাতালগুলোকেই ঘাঁটি করে নাশকতার ছক কষেছে হামাস। দীর্ঘদিন ধরেই এই অভিযোগ এনেছে ইজরায়েল।

রবিবার দুটি ভিডিও প্রকাশ করা হয় ইজরায়েল সেনার এক্স হ্যান্ডেল থেকে। জানা যায়, এই ভিডিওগুলো গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার দিন আল শিফা হাসপাতালের সিসিটিভির ফুটেজ। স্থানীয় সময় সকাল পৌনে এগারোটা নাগাদ সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, এক নেপালি ও এক থাই নাগরিককে নির্মমভাবে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সশস্ত্র হামাস জঙ্গিরা। যদিও ওই দুই পণবন্দি এখন কোথায় রয়েছেন, সেই নিয়ে কোনও তথ্য নেই ইজরায়েলি সেনার কাছে।

প্রসঙ্গত, হামাসের ডেরা নির্মূল করতে আল শিফা হাসপাতালে অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েল সেনা। গত শনিবারই আল শিফা হাসপাতাল খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও চাপে পড়ে সেনার তরফে বলা হয়, কোনও রোগী বা হাসপাতালের কোনও কর্মীকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়নি। যদিও একটি রিপোর্ট বলা হয়েছে, ইজরায়েলের হামলায় হাসপাতালের ঢোকার মুখ গণকবরের পরিণত হয়েছে। অন্তত ৮০টি দেহ পড়ে রয়েছে সেখানে। নেতানিয়াহু সেনার হাসপাতাল ছাড়ার হুঁশিয়ারির পর ৩০০ জন গুরুতর অসুস্থ রোগী ছাড়া সকলেই প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়েছেন।

## তেলঙ্গানায় নির্মীয়মাণ স্টেডিয়াম ভেঙে মৃত তিন, আহত ১০

**তেলঙ্গানায়, ২০ নভেম্বর:** তেলঙ্গানায় একটি নির্মীয়মাণ স্টেডিয়াম ধসে মৃত্যু হল তিন জনের। এই ঘটনায় ১০ জন আহত হয়েছেন। সোমবার দুপুরে হায়দরাবাদের রঙ্গা রেড্ডি জেলার মঈনাবাদ গ্রামের এক স্টেডিয়ামে এই ঘটনাটি ঘটেছে। উদ্ধারকাজ শুরু করেছেন উদ্ধারকারীরা। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। ধ্বংসস্তূপের ভিতরে আরও কেউ চাপা পড়েছেন কি না তার জন্য জোরকদমে খননের কাজ চলছে। দুর্ঘটনাস্থলের বেশ কয়েকটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। সেই সব ছবিতে উদ্ধারকারীদের ইট-বালি-সিমেন্ট পরিষ্কার করতে দেখা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর ওই স্টেডিয়াম অন্তত ২০ জন শ্রমিক ছিলেন। উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে বেশ কয়েক জনকে উদ্ধার করেছেন। প্রসঙ্গত, গত ১২ নভেম্বর উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গে কাজ করার সময় ধস নেমে আটকে পড়েন ৪১ জন শ্রমিক। ব্রহ্মকাল-যমুনোত্রী জাতীয় সড়কের উপর সিল্কিয়ারা এবং ডন্ডালহগাঁওের মধ্যে সাড়ে চার কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গে কাজ করছিলেন তাঁরা। তখনই সুড়ঙ্গের মুখে ধস নামে। তার পর ১৯২ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে।

## ফাঁকা বাড়িতে মিলল ৪ খুদে ভাইবোনের দেহ

**উন্নাও, ২০ নভেম্বর:** ফাঁকা বাড়ি থেকে উদ্ধার চার ভাইবোনের দেহ। মনে করা হচ্ছে, একে অপরকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ৪ খুদের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উন্নাও জেলার লালমানখেদা গ্রামের বাসিন্দা বীরেন্দ্র কুমার এবং শিবদেবী। তাঁদের চার সন্তান- ময়ঙ্ক (৯), হিংমাশী (৮), হিমাঙ্ক (৬) ও মানসী(৪)। রবিবার দুপুরে বাড়ি ফাঁকা ছিল। বিকেলে ফিরে এসে দেখেন তাঁদের চার সন্তান মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রতিবেশীদের খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

বড়সাগরের এসএইচও দিলীপ কুমার জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে টেবিলে রাখে একটি পাখা থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে চারজন। ভাইবোন একে অপরকে বাঁচাতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটতে পারে।

# বিশাখাপত্তনম বন্দরে পুড়ে ছাই মৎস্যজীবীদের ২৫টি নৌকো

**বিশাখাপত্তনম, ২০ নভেম্বর:** অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনম বন্দরে মৎস্যজীবীদের একটি নৌকো থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা পুড়ে ছাই অন্তত ২৫ টি নৌকো। যদিও প্রাণহানির কোনও খবর নেই। তবে মৎস্যজীবীদের প্রাথমিক অনুমান, অন্তত ৩০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে এই অগ্নিকাণ্ডে। সোমবার সকালেও বিশাখাপত্তনমের মৎস্য বন্দরের শ্রীহীন ছবি। চারপাশে পোড়া সামগ্রী পড়ে রয়েছে। চোখের সামনে এভাবে নৌকোগুলি ভস্মীভূত হতে দেখে মাথায় হাত পড়েছে মৎস্যজীবীদের। জীবিকা নির্বাহ নিয়ে মহা চিন্তায় তাঁরা।

বিশাখাপত্তনম পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, রবিবার রাতে সাড়ে ১১টা নাগাদ বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি নৌকোয় বিস্ফোরণের শব্দ হয়। সেখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ে আগুন। পর পর নৌকোগুলিকে গ্রাস করে আগুনের লেলিহান শিখা। খবর পেয়ে দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রথমেই সরিয়ে দেওয়া হয় নৌকোর আশেপাশে থাকা মৎস্যজীবীদের।

এর পর বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনের সাহায্যে আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও বাঁচানো যায়নি নৌকোগুলিকে। অন্তত ২৫টি নৌকো ভস্মীভূত। আর দূর থেকে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে নিজেদের জীবিকার অন্যতম হাতিয়ারকে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখে মৎস্যজীবীরা।

এলাকার পুলিশ অফিসার আনন্দ রেড্ডি জানিয়েছেন, নৌকোটিতে সিলিন্ডার বা জ্বালানি ট্যাংকে বিস্ফোরণের জেরে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা ষড়যন্ত্র করে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে। এই ঘটনা কি সত্যিই নাশকতার ষড়যন্ত্র, মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## চন্দ্রবাবু নায়ডুকে স্থায়ী জামিন দিল অন্ধ্র হাইকোর্ট

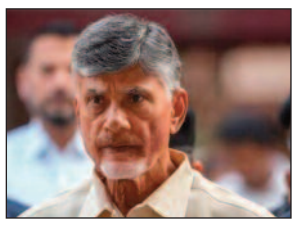

**অমরাবতী, ২০ নভেম্বর:** 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট দুর্নীতি' মামলায় ধৃত চন্দ্রবাবু নাইডুর স্থায়ী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান বর্তমানে অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্তি পেয়ে চিকিৎসাধীন। তাঁর কাছে শুক্রবারের হাইকোর্টের নির্দেশ বড় স্বস্তি বলেই মনে করা হচ্ছে।

গত ৩১ অক্টোবর 'স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণে' চন্দ্রবাবুর চার সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছিল অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট। তেলঙ্গনার হায়দরাবাদের একটি হাসপাতালে ছানি অস্ত্রোপচারের পরে তিনি এখন বাড়িতে বিশ্রামে রয়েছেন। ৩১ অক্টোবর হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, আগামী ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৫টার মধ্যে রাজামহেন্দ্রভারম কেন্দ্রীয় কারাগারে রিপোর্ট করতে হবে চন্দ্রবাবুকে। কিন্তু স্থায়ী জামিন মেলায় বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তার প্রয়োজন হবে না।

অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ এবং সিআইডির অভিযোগ, চন্দ্রবাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সে রাজ্যের সরকারি সংস্থা 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন'-এর প্রায় ৩৭১ কোটি টাকার তহবিল নয়ছয় হয়েছে। চন্দ্রবাবুর পাশাপাশি, এই মামলায় তাঁর ছেলে তথা টিডিপি নেতা নারা লোকেশকেও গত ৯ সেপ্টেম্বর ভোরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই মামলায় ধৃতের তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা টিডিপি বিধায়ক গন্ত শ্রীনিবাস রাও এবং তাঁর ছেলে রবিজেতা। যদিও টিডিপি নেতৃত্বের অভিযোগ, অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী তথা ওয়াইএসআর কংগ্রেস প্রধান জগন্মোহন রেড্ডি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই এই পদক্ষেপ করেছেন।

# তামিলনাড়ুর বিল ফেরত বিতর্ক নিয়ে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

**নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর:** রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে সই না করে রাজ্যপাল তিন বছর ধরে ঝুলিয়ে রেখে ফেরত পাঠাতে পারেন কি না, তা নিয়ে এ বার প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল সিটি রবির ওই পদক্ষেপের সমালোচনা করে এর পর প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'তামিলনাড়ু বিধানসভা আবার ১০টি বিল পাশ করিয়েছে। দেখা যাক রাজ্যপাল এ বার কী পদক্ষেপ করেন।'

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী দ্বিতীয় বার বিধানসভায় পাশ করানো বিল যে 'অর্থ বিল' হিসাবে বিবেচনা করতে হয় (অর্থাৎ, রাজ্যপাল তা আবার বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন না।) সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছে, 'তিন বছর ধরে রাজ্যপাল কী করছিলেন।'

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনার পরেও তামিলনাড়ু বিধানসভায় পাশ হওয়া ১০টি বিল সই না করেই ফেরত পাঠিয়েছিলেন রাজ্যপাল রবি। গত সপ্তাহে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে ফের বিলগুলি পাশ করিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। যে ১০টি বিল বিধানসভায় ফের পাশ করানো হয়েছে, তার মধ্যে ২০২০ সালে দু'টি, ২০২২ সালে ছ'টি এবং ২০২৩ সালে আরও দু'টি বিল সই না করে রাজ্যপাল আটকে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ করেছে শাসক ডিএমকে। এর মধ্যে দু'টি বিল পূর্বতন এডিএমকে সরকারের আমলে পাশ করানো হয়েছিল বিধানসভায়।

বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল রাজ্যপালের আটকে দেওয়া নিয়ে পঞ্জাব সরকারের একটি মামলায় গত ১০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট রীতিমতো ভর্ৎসনার সুরে রাজ্যপালের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিল, রাজ্যপাল এ ভাবে কাজ করতে পারেন না। বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি দীর্ঘ দিন ধরেই অভিযোগ করছে, নরেন্দ্র মোদির জমানায় রাজ্যগুলিকে বিপাকে ফেলতে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন কেন্দ্রের নিয়োগ করা প্রতিনিধি অর্থাৎ রাজ্যপাল।

পঞ্জাবে আম আদমি পার্টি (আপ)-র মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মানের সরকার সে রাজ্যের রাজ্যপাল তথা প্রাক্তন বিজেপি নেতা বানোয়ারীলাল পুরোহিতের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করেছিল, বিধানসভায় পাশ হওয়া বেশ কয়েকটি বিল সিদ্ধান্ত না নিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছেন। গত ১০ নভেম্বর পঞ্জাবের রাজ্যপালের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'আপনি আগুন নিয়ে খেলছেন। এক জন রাজ্যপাল কী ভাবে এমন করতে পারেন? পঞ্জাবে যা হচ্ছে তাতে আমরা খুশি নই। আমরা কি সংসদীয় গণতন্ত্র বজায় রাখব?'

পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, পঞ্জাব; সর্বত্রই বিরোধীদের অভিযোগ, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নির্দেশে বহু ক্ষেত্রেই এক্তিয়ার-বহির্ভূত ভাবে রাজ্য সরকারের কাজে নাক গলাচ্ছে রাজভবন। আর রাজ্য সরকার বনাম রাজভবনের এই সংঘাতে বহু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতাও তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলে, 'রাজ্যপালদের সামান্য একটু আত্মানুসন্ধান করা জরুরি। তাঁদের মনে রাখতে হবে, রাজ্যপাল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন। বিধানসভা কোনও সিদ্ধান্ত নিলে তাকে গুরুত্ব দেওয়াটা জরুরি।'

# ২০২৪-এ আমেরিকায় নির্বাচন
## রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে উজ্জ্বল হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী বিবেক রামস্বামী

**ওয়াশিংটন, ২০ নভেম্বর:** ২০২৪ সালে আমেরিকায় নির্বাচন। ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরই রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে যাঁর নাম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তিনি বিবেক রামস্বামী। আর তাঁর মুখেই উঠে এল হিন্দুত্ব প্রসঙ্গ। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক নিজেকে 'গর্বিত হিন্দু' বলে থাকেন। এবার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রামস্বামীকেও তাঁর হিন্দু ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে দেখা গেল। একই ভাবে তিনি কথা বলেছেন খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে। ঠিক কী বলেছেন তিনি? রামস্বামীর কথায়, আমার বিশ্বাস সেটা যেটা আমাকে স্বাধীনতা দেয়। আমার বিশ্বাস সেটাই যেটা আমাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে পথ দেখাচ্ছে। আমি একজন হিন্দু। আমি বিশ্বাস করি একজন সত্যিকারের ঈশ্বরে।

**পূর্ব রেলওয়ে**

ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সি অ্যান্ড ডব্লু), পূর্ব রেলওয়ে, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ এমসি-১৬-৫-ওবিএইচএস-লিনেন-এএসএন, তারিখ ঃ ১৭.১১.২০২৩। কাজের নাম ঃ** আসানসোল কোচিং ডিপোতে ০২ (দুই) বছর সময়কালের জন্য ট্রেনগুলির ওবিএইচএস ও লিনেন পরিচালনা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৯৮,৩১,৯৮১.২০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৪৯,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ৫,০০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** কাজ শুরুর সময় থেকে ২ বছর। বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় **০৮.১২.২০২৩ তারিখে দুপুর ৩টা।** সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps. gov.in**-এ দেখা যাবে। (HWH-165/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

**Tender Notice**

e-TENDER invited by the Prodhan Bagula-II Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia. **e-NIT No: 07/ XVFC/ 2023-24. Memo No: 351/ BGL-II/2023-24.e-NIT No: 08/ BEUP/2023-24. Memo No: 352/BGL-II/2023-24**. Bid submission closing date: **23/11/2023 at 12:30 PM.** Technical Bid open: **25/11/2023 at 12.30 PM.** Details on: **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan**
**Bagula-II Gram Panchayat,**
**Hanskhali Block, Nadia.**

**মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা**

স্টোর্সের প্রাপ্যতার জন্য **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ১১/২৩-২৪ তারিখ : ২০.১১.২০২৩।** নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য ই-টেন্ডার বিস্তারিত বিবরণ সহ **www.ireps.gov.in**-তে ইতিমধ্যেই আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রহণ করা হবে না। সংশোধনী/সংযোজনী, যদি থাকে, উপরোক্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

| টেন্ডার নং | সংক্ষিপ্ত বিবরণ | পরিমাণ | বন্ধের তারিখ ও সময় |
|---|---|---|---|
| ০১২৩৫১৭৮ | বোগি ফ্রেম ও বোলস্টার | (১) ৪টি (২) ৬টি | ২৭.১১.২০২৩ দুপুর ২টো |
| ০২২৩২১০৯ | ২ভি, ২০০ এএইচ লিড অ্যাসিড স্টেশনারি সেকেন্ডারি সেল | (১) ৮ সেট (২) ২ সেট | ০৪.১২.২০২৩ দুপুর ২টো |
| ০২২৩৫২৫৫এ | এএমসি সহ এস্ক্যালেটর | ২৯টি | ০৫.১২.২০২৩ দুপুর ২টো |

প্রিন্সিপাল সিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে/কলকাতা

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

# আল-শিফা খালি করার নির্দেশ দিল নেতানিয়াহুর বাহিনী, বিতর্ক

**গাজা, ২০ নভেম্বর ৭ অক্টোবর:** দিনটিকে বাদ দিলে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ একপেশে। ফলে গাজা এখন নেতানিয়াহু বাহিনীর দখলে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে বেঁচেবর্তে থাকা হামাস নেতারা। শহরের বৃহত্তম হাসপাতাল আল-শিফাও 'মৃত্যুপুরী'তে পরিণত হয়েছে। হামাস 'ইঁদুর' মারতে হাসপাতালে ধ্বংসলীলা চালাবে ইজরায়েলি ফৌজ। ফলে রোগীদের হাসপাতাল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, হাসপাতাল ছেড়ে পালাচ্ছেন অসংখ্য রোগী ও সাধারণ মানুষ। যদিও নেতানিয়াহুর সেনার দাবি, রোগী বা সাধারণ মানুষকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়নি।

শনিবারই জানা গিয়েছিল, হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে মাইকে ঘোষণা দেয় ইজরায়েলি সেনা। হাসপাতাল খালি করার নির্দেশ দেয় তারা। এই সংবাদ প্রকাশ্যে আসায় আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনা শুরু হয় ইজরায়েলের। চাপে পড়ে বিবৃতি দেয় নেতানিয়াহুর সেনা। তারা জানায়, কোনও রোগী বা হাসপাতালের কোনও কর্মীকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়নি। যদিও একটি

রিপোর্ট বলা হয়েছে, ইজরায়েলের হামলায় হাসপাতালের ঢোকার মুখ গণকবরের পরিণত হয়েছে। অন্তত ৮০টি দেহ পড়ে রয়েছে সেখানে। নেতানিয়াহু সেনার হাসপাতাল ছাড়ার হুঁশিয়ারির পর ৩০০ জন গুরুতর অসুস্থ রোগী ছাড়া সকলেই প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়েছেন।

হাসপাতালে হামলা নিয়ে নেতানিয়াহু বারবার দাবি করেছে, হাসপাতালগুলিতেই ঘাঁটি তৈরি করেছে প্যালেস্টাইনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। হাসপাতালের নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গিরা। তাই হামাসকে নির্মূল করার জন্য হাসপাতালে হামলার প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি ইজরায়েলের বক্তব্য, যে সব রোগী হাসপাতালেই থাকছেন, তাঁদের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত তারা করবে। হাসপাতালে খাবার, জল এবং অন্যান্য ত্রাণসামগ্রীও তারা পাঠিয়েছে বলে দাবি সেনার।

বিশ্বকাপ হাতে ফোটোসেশন অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন প্যাট কামিন্সের।

# শাহিন, শোয়েবদের অভিনন্দন বার্তায় সিক্ত অস্ট্রেলিয়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ভারতকে হারিয়ে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ঘরের মাঠে ফাইনালে ফেবারিট হিসেবে খেলতে নেমেও শেষ বাধাটা পেরোতে পারেনি রোহিত শর্মার দল। ফাইনালে ভারতের দেওয়া ২৪১ রানের লক্ষ্য ৬ উইকেট হাতে রেখেই টপকে যায় অস্ট্রেলিয়া। ফাইনাল শেষে অস্ট্রেলিয়া উৎসবের বন্যায় ভাসলেও ভারত শিবিরে এখন শোক ও হতাশার ছায়া।

টানা ১০ ম্যাচ জয়ের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটিতে হার যেন মানতে পারছে না ভারতীয়রা। তাদের শোকের মধ্যেই এখন অভিনন্দন বার্তায় সিক্ত হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া দল। পাকিস্তানি ক্রিকেটাররাও অস্ট্রেলিয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি কেউ কেউ ভারতের প্রশংসা করে তাঁদের সমবেদনাও জানিয়েছেন।

পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম অস্ট্রেলিয়াকে অভিনন্দন জানিয়ে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, 'অভিনন্দন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ফাইনালে কী দাপুটে পারফরম্যান্স!' পাকিস্তানের তারকা পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি অবশ্য শুধু অস্ট্রেলিয়াকেই অভিনন্দন জানাননি, ভারতকেও সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, 'বিশ্বকাপ শিরোপা জেতার জন্য অস্ট্রেলিয়াকে অভিনন্দন। নিশ্চিতভাবে তারাই আজকে সেরা দল ছিল। ভাগ্য সহায় ছিল না ভারতের কিন্তু দলটি টুর্নামেন্টজুড়ে দারুণ খেলেছে।'

অস্ট্রেলিয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পাকিস্তানের স্পিনিং অলরাউন্ডার শাদাব খানও। ট্রাভিস হেডের দুর্দান্ত শতকের প্রশংসা করে শাদাব 'এক্স'-এ লিখেছেন, 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়াকে অভিনন্দন। বিশেষ ইনিংসটি খেলার পথে ট্রাভিস হেড দারুণ নিবেদন দেখিয়েছেন।'

পাকিস্তানের উইকেটকিপার, ড্যাশটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ান অবশ্য অস্ট্রেলিয়াকে অভিনন্দন জানানোর আগে প্রশংসা করেছেন ভারতের পারফরম্যান্সের। 'এক্স'-এ লিখেছেন, 'বিশ্বকাপজুড়ে ভারত যে ক্রিকেট খেলেছে, সেটা দুর্দান্ত ছিল কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ফাইনালে নিখুঁত ক্রিকেট খেলেছে। অভিনন্দন অস্ট্রেলিয়া, ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ জেতার জন্য।'

ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অস্ট্রেলিয়াকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফ। অস্ট্রেলিয়ার উদ্‌যাপনের একাধিক ছবি দিয়ে লিখেছেন, 'আজকের দিনটি হলুদের।' অভিনন্দন বার্তা দিয়েছেন পাকিস্তানের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার শোয়েব মালিকও। 'এক্স'-এ লিখেছেন, 'টিম অস্ট্রেলিয়ার প্রাপ্য জয়। ভারতীয় দল বিশ্বকাপে দারুণ খেলেছে। কিন্তু আমি সব সময় বলেছি, অস্ট্রেলিয়া যেভাবে চাপের মুখে পারফর্ম করেছে, সেটা সেরা। যেটা তারা আজকের ফাইনালেও আরেকবার প্রমাণ করেছে।'

অস্ট্রেলিয়াকে অভিনন্দন জানিয়ে 'এক্স'-এ ভিডিও পোস্ট করেছেন পাকিস্তানের সাবেক গতি তারকা শোয়েব আখতার। তিনি সেখানে লিখেছেন, 'ভারত বিশ্বকাপে হেরে গেছে। যে দলটি তাদের থামাতে পারত, তারাই তাদের থামিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া তাদের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জিতেছে। তারা কিছু না কিছু ঠিকঠাক করেছেই, যে কারণে তারা এতগুলো বিশ্বকাপ জিততে পেরেছে। তবে প্রথমে বলতে হয় ভারতের কথা। তারা কিন্তু ভাগ্যের সহায়তায় এত দূর আসেনি। তারা লড়াই করে এবং খেলে এত দূর এসেছে। ১০টা ম্যাচ জিতে এসেছে।'

# নিজেদের জালে ফেঁসে গেছে ভারত, বলছেন আকাশ চোপড়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বল বদল, পিচ বদল, টস বিতর্ক;এবারের বিশ্বকাপে ভারতের দুর্দম্য যাত্রা যখন চলছিল, অনেকেই তাদের সেই এগিয়ে চলার পেছনে নানা রকমের তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। এখন ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত ৬ উইকেটে হেরে যাওয়ার পর কেউ কেউ আবার দলটির নিজেদের মতো পিচ তৈরির কৌশলের কাছেই তাদেরই 'ধরা খাওয়ার' কথা বলছেন!

ইংল্যান্ডের দুই সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন ও মাইকেল ভন এবং অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং বলেছেন, পিচ নিয়ে ভারতের কৌশল তাদের জন্য বুমেরাং হয়েছে। এবার খোদ ভারতেরই সাবেক ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া বলেছেন, পিচের বিষয়ে ভারত নিজেদের জালে নিজেরাই ফেঁসে গেছে!

আকাশ চোপড়া কেন এমন কথা বলছেন, সেই ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আকাশ চোপড়া বলেছেন, 'আমি মনে করি, ভারত শুরুতেই একটি ব্যাপার মিস করেছে। ভারত হয়তো যে ধরনের পিচে খেলতে চেয়েছে, সেটা তারা নিজেরাই নির্বাচন করেছে। তারা হয়তো কালো মাটির পিচে খেলতে চেয়েছে, যেখানে স্পিনের প্রচুর সাহায্য থাকবে। যাহোক, তাদের শুরুটা হয়তো কিছুটা রক্ষণাত্মক ছিল।'

এমন উইকেটে টস খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সেই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের পক্ষে গেছে। যেখানে তিনি টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছেন। তাঁর দল ভারতকে ২৪০ রানে আটকেও দিতে পেরেছে। এই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৪২ বল আর ৬ উইকেট হাতে রেখে জিতে গেছে অস্ট্রেলিয়া।

আকাশ চোপড়া তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কোন ধরনের উইকেটে খেলব, এটা ভাবাই উচিত হয়নি আমাদের। যে ধরনের উইকেটে খেলা হয়েছে, আগে ব্যাটিং করলে সেটা আপনাকে স্বাধীনতা নিয়ে খেলতে দেবে না। আপনি যদি এভাবে ভাবেন যে শুষ্ক কালো-মাটির পিচ বেছে নেবেন, তাহলে (আগে ব্যাট করলে) আপনি নিজের জালেই ফেঁসে গেলেন।'

ভারত দলকে এই দোষ দেওয়া চোপড়া অবশ্য অস্ট্রেলিয়া দলের ভালো খেলার প্রশংসাও করেছেন, 'শেষ লড়াইয়ে অবশ্য দুটি বিষয় থাকে। প্রথমত, যে দল কম ভুল করবে, তারা নিজেদের ভালো অবস্থানে দেখতে পাবে। তারাই চাপ সামলাতে পারবে। এ দুটি বিষয় সামলাতে পারলে কেউ আপনার জয় আটকাতে পারবে না। অস্ট্রেলিয়া সেটাই দেখিয়েছে।'

# সেই হেডই এখন 'কিংবদন্তি'

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** 'দাগ থেকে যদি দারুণ কিছু হয়, তাহলে দাগই ভালো';বাংলাদেশি একটি বিজ্ঞাপনের প্রবল জনপ্রিয় এই স্লোগান ট্রাভিস হেডের জানার কথা নয়। তবে ২৯ বছর বয়সী এই অস্ট্রেলিয়ান বাঁহাতির এখনকার অনুভূতি অনেকটা এ রকমই।

সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিপক্ষীয় সিরিজের চতুর্থ ওয়ানডেতে বাঁ হাতে চোট পেয়েছিলেন হেড। যে চোট তাঁকে দল থেকে বেরিয়ে বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু বছর দুয়েক ধরে যে দুর্দান্ত ছন্দে খেলে গেছেন, হেডকে টুর্নামেন্টের প্রথম অর্ধেকে পাওয়া যাবে না জেনেও তাঁকে নিয়েই বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টের প্রথম পাঁচ ম্যাচে তাঁকে পায়ওনি প্যাট কামিন্সের দল। মাসখানেক পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে চনমনে হয়ে বিশ্বকাপের মাঝপথে দলে যোগ দেওয়া সেই হেডই এখন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক।

ম্যাচসেরা হয়েছিলেন সেমিফাইনালে, ম্যাচসেরা ফাইনালেও। এর আগে এ বছরের জুনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও অস্ট্রেলিয়ার জয়ের নায়ক (১৭৪ বলে ১৬৩) ছিলেন এই বাঁহাতি। আইসিসির দুটি বড় মঞ্চে কেউ এমন কীর্তি গড়লে যা হয়ে থাকে, হেডকে কাল সেই স্বীকৃতিই দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স;কিংবদন্তি!

সাত বছর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখা হেডের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে দুটি অধ্যায়। প্রথমটি ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি ২০২২ থেকে চলমান। মাঝের সময়টা তিনি ছিলেন শুধুই টেস্ট ক্রিকেটার। প্রথম ৩ বছরে ৪২টি ওয়ানডে খেলা হেডের ব্যাটে ছিল ১০টি অর্ধশতক, শতক মাত্র ১টি। সেই হেডই গত বছর আবারও ৫০ ওভার ক্রিকেটে ফেরার পর ২২ ম্যাচে তুলেছেন ৪টি শতক ও ৬টি অর্ধশতক।

দুই মাস আগে দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে যখন চোটে পড়েন, ২০২২ থেকে তখন পর্যন্ত তাঁর গড় ছিল ৬০.৮৪, স্ট্রাইক রেট ১১৯.১৪। যে কারণে হেডকে ছাড়া বিশ্বকাপের দল গড়ার কথা ভাবতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডরমট ও নির্বাচক জর্জ বেইলি। হাত ভেঙে যাওয়ায় বিশ্বকাপের শেষের দিক ছাড়া পাওয়া যাবে না বোঝার পরও হেডকে ১৫ জনের দলে রাখতে দ্বিতীয়বার ভাবেননি। তবে হাতের অবস্থা এমনও ছিল না যে হেড দলের সঙ্গে থাকবেন আর সুস্থ হয়ে মাঠে নেমে যেতে পারবেন। বিশ্বকাপের শেষের দিকেও তাঁকে না পাওয়ার ঝুঁকি ছিলই। অস্ত্রোপচার করালে যা নিশ্চিতই ছিল। এমন পরিস্থিতির মধ্যে দক্ষিণ আফিকা সিরিজ শেষে দেশে পরিবারের কাছে ফিরে যান হেড। আর অস্ট্রেলিয়া দল ভারতে পা রাখে ১৪ জন নিয়ে। যার মানে অস্ট্রেলিয়া যখন ভারতে পা রাখে, হেড তখন বিশ্বকাপে 'অনাগত' খেলোয়াড়!

হেডবিহীন কামিন্সের দলের শুরুটা ছিল আতংক,জাগানিয়া। প্রথম ম্যাচেই ভারতের কাছে হার ৬ উইকেটে, পরের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ১৩৪ রানে। বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার ওই এলোমেলো শুরুর পর ভারতে পৌঁছান হেড। তবে তাৎক্ষণিকভাবে মাঠে নামার মতো ফিট ছিলেন না। যখন ফিট হয়ে ওঠেন, তত দিনে অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ ম্যাচ শেষ। হেড খেলতে নামেন ধর্মশালায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে। সাত বছরের ক্যারিয়ারে এটি ছিল তাঁর বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ। কিন্তু প্রথম ম্যাচের প্রথম কয়েক বলেই বুঝিয়ে দেন, কেন তাঁর জন্য অপেক্ষায় ছিল দল, কেন ঝুঁকি নিয়েছিলেন নির্বাচকেরা। ট্রেন্ট বোল্ট, লকি ফার্গুসনদের ওপর ঝড় বইয়ে দিয়ে মাত্র ২৫ বলেই অর্ধশতকে পৌঁছে যান হেড, যা টেনে নেন তিন অঙ্কেও। ৬৭ বলে ১০৯ রানের ইনিংসটির সুবাদে হন ম্যাচসেরাও।

বিশ্বকাপের অভিষেকেই শতক করে হেড সগৌরবে জানান দেন, বিশ্বকাপ কাঁপাতে তিনি এসে গেছেন। চোটের কারণে মাসখানেক দেশে বসে থাকাটা যে তাঁর উপকারই করেছে, দাগ লাগার মাধ্যমে দারুণ কিছুর সুযোগ করে দিয়েছে, বললেন সেটিও, 'সে (জেরাল্ড কোয়েৎজি, দক্ষিণ আফ্রিকান পেসারের বলে চোট পেয়েছিলেন) আমার উপকারই করেছে। চার সপ্তাহ পরিবারের সঙ্গে ঘরে থাকতে পেরেছি, ফলে তরতাজা হয়ে আসতে পেরেছি। আশা করি, আমি টুর্নামেন্টের শেষ দিকে পারফর্ম করতে পারব। এটি শাপেবরই হতে পারে।'

সেই শাপেবরেরই প্রথম দৃষ্টান্ত সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ। ইডেন গার্ডেনে প্রোটিয়াদের ২১২ রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া যে শেষ পর্যন্ত ১৬ বল বাকি থাকতে ৩ উইকেটে জয় তোলে, তাতে শুরুতেই ৪৮ বলে ৬২ রানের ইনিংসে মূলত কাজটি করে দিয়ে যান হেড। স্বীকৃতি পান ম্যাচসেরারও। সেমিফাইনালের পর চূড়ান্ত মঞ্চ ছিল ফাইনাল। যে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ শুধু ভারতীয় দলের ১১ জন নয়, ১ লাখ ৩০ হাজার আসনবিশিষ্ট গ্যালারিও। টসের সময় থেকে গমগম করতে থাকা সেই গ্যালারিকে প্রথমবার স্তব্ধ করে দেন হেডই। ব্যাটে নয়, ফিল্ডিংয়ে।

৩১ বলে ৪৭ রান করে দুর্দান্ত কিছুরই ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে তুলে মারতে গেলে বল উঠে যায় ওপরে। কাভারে দাঁড়িয়ে থাকা হেড উল্টো দিকে দৌড়ে ১১ মিটার দূরে গিয়ে নেন দুর্দান্ত ক্যাচ। ম্যাচে সেই যে ভারত ধাক্কা খেয়েছে, সেটা তারা আর ঠিকঠাক কাটিয়ে উঠতে পারেনি, অলআউট হয় ২৪০ রানে।

ফিল্ডিংয়ে হেডের ভূমিকাটা ছিল উইকেট তোলায় সহায়কের, কিন্তু ব্যাটিংয়ে তিনিই হয়ে ওঠেন প্রধান চরিত্র। ৪৭ রানে ৩ উইকেট হারানো অস্ট্রেলিয়া যে শেষ পর্যন্ত আয়েশী জয় তুলেছে, তা হেডের ১২০ বলে ১৩৭ রানের সুবাদেই। ভারতীয় দলের পুরো ইনিংসে বাউন্ডারি যেখানে ১৬টি, এক হেডই এরচেয়ে তিনটি বেশি বাউন্ডারি মারেন। বিশ্বকাপ ফাইনালে আরও ছয়টি শতকের ঘটনা থাকলেও রান তাড়ায় ছিল একটিই;১৯৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার অরবিন্দ ডি সিলভার ১০৭*। তখনকার দুই বছর বয়সী হেডই ২৭ বছর পর এসে ছাড়িয়ে যান ডি সিলভাকে।

ফাইনাল,সেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে নিজের এই কীর্তির দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাস্যই মনে হয়েছে হেডের। উচ্ছ্বাসের তোড়ে বলছিলেন, 'আমি কখনোই এমন কিছু আশা করিনি। লাখো,কোটি বছরেও নয়। এটি আমার জীবনের অন্য রকম একটি দিন।'

কতটা অন্য রকম, সেটিই ফুটে উঠেছে কামিন্সের কথায়। যেখানে আছে একজন খেলোয়াড়ের আজীবনের স্বীকৃতি, 'হাত ভেঙে যাওয়ার পরও নির্বাচক এবং চিকিৎসক দল ওর ওপর আস্থা রেখেছিল। ঝুঁকিটা অনেক বড় ছিল। তবে এর প্রতিদান আমরা পেয়েছি। ট্রাভিসের জন্য এরচেয়ে বেশি খুশির কিছু হতে পারে না। সে একজন কিংবদন্তি। আমরা তাকে ভালোবাসি।'

# বিশ্বকাপের সেরা একাদশে ৬ ভারতীয়, অস্ট্রেলিয়ার ২

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ফাইনালের আগে টানা ১০ ম্যাচ জেতা ভারতের দাপটের ছাপ আছে বিশ্বকাপে আইসিসির সেরা একাদশেও। আজ প্রকাশিত আইসিসির সেরা একাদশে রানার্সআপ ভারতেরই আছেন ছয়জন ক্রিকেটার, চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার মাত্র দুজন। ধারাভাষ্যকার ইয়ান বিশপ, কাস নাইডু, শেন ওয়াটসন, আইসিসির ক্রিকেট মহাব্যবস্থাপক ওয়াসিম খান ও ভারতীয় সাংবাদিক সুনীল বৈদ্যর নির্বাচিত সেরা একাদশের অধিনায়ক ভারতেরই রোহিত শর্মা। সেমিফাইনালের অন্য দুই দল দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড থেকে আছেন একজন করে, এর বাইরে একজন আছেন শ্রীলঙ্কার।

**সেরা একাদশ (ব্যাটিং অর্ডার অনুযায়ী)**

**কুইন্টন ডি কক (উইকেটকিপার), দক্ষিণ আফ্রিকা**
৫৯.৪০ গড়ে ৫৯৪ রান

বিশ্বকাপ দিয়েই ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন ডি কক, তবে যাওয়ার আগে ইতিহাস গড়ে গেছেন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে এক আসরে ৫০০ রান ও ২০টি ডিসমিসালের রেকর্ড গড়েছেন। ডিসমিসালের দিক দিয়ে ২০০৩ সালে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের চেয়ে মাত্র ১টি পিছিয়ে তিনি। রোহিত শর্মার গড়া এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ পাঁচ শতকের রেকর্ডেও ঠিক তাঁর পরেই আছেন ডি কক। এবার তাঁর শতক চারটি।

**রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), ভারত**
৫৪.২৭ গড়ে ৫৯৭ রান

টানা দ্বিতীয়বার আইসিসির সেরা একাদশে এলেন রোহিত। বিশ্বকাপে ভারতের ব্যাটিংয়ের সুরটা ধরে দিয়েছেন তিনি। গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ৬ বল খেলে ০ রানে আউট হয়েছিলেন। তবে পরের ম্যাচেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলেন ৮৪ বলে ১৩১ রানের ইনিংস, এরপর আর পেছেন ফিরে তাকাতে হয়নি। পাকিস্তানের বিপক্ষে সর্বোচ্চ ৮৬ রানের পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেন ৮৭ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। দুটি ইনিংস ছাড়া ফাইনালসহ প্রতিবারই ৪০ পেরিয়েছেন তিনি।

**বিরাট কোহলি, ভারত**
৯৫.৬২ গড়ে ৭৬৫ রান

ডি কক, রোহিতের পর টপ অর্ডারে আছেন কোহলিও। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো এবারও তিনি টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। ২০০৩ সালে শচীন টেন্ডুলকারের ৬৭৩ রানের রেকর্ড ভেঙে ৯৫.৬২ গড়ে এক আসরে সর্বোচ্চ ৭৬৫ রান করেছেন কোহলি। সেরা পারফরম্যান্স সেমিফাইনালে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১১৭ রানের ইনিংসটি ছিল টুর্নামেন্টে কোহলির তৃতীয় ও ওয়ানডেতে ৫০তম শতক, যে সেমিফাইনালে জিতে ১২ বছর পর ফাইনালে যায় ভারত।

**ড্যারিল মিচেল, নিউজিল্যান্ড**
৬৯ গড়ে ৫৫২ রান

ক্যারিয়ারের প্রথম ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে চারে ব্যাটিং করে দুটি শতক করেছেন মিচেল, দুটিই ভারতের বিপক্ষে। যদিও দুটিতেই হেরেছে নিউজিল্যান্ড। গ্রুপ পর্বে ১৩০ রানের পর সেমিফাইনালে ১৩৪ রান, সব মিলিয়ে করেছেন ৫৫২।

**লোকেশ রাহুল, ভারত**
৭৫.৩৩ গড়ে ৪৫২ রান

পাঁচ নম্বরে নেমে টুর্নামেন্টে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছেন রাহুল, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পেয়েছেন শতকও। ফাইনালে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৬ রানের ইনিংস খেলেন, যদিও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি ভারত।

**গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, অস্ট্রেলিয়া**
৬৬.৬৬ গড়ে ৪০০ রান ও ৫৫ গড়ে ৬ উইকেট

ফাইনালে ছয়ে নামা ম্যাক্সওয়েলের ব্যাট থেকে আসে জয়সূচক রান। তবে এর আগেও টুর্নামেন্টে দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তিনি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে রান তাড়ায় খেলেছেন রেকর্ড ২০১ রানের অপরাজিত ইনিংস, যে ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়া। তার আগে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৩০৯ রানের রেকর্ড ব্যবধানের জয়ে ৪৪ বলে ১০৬ রানের ইনিংস খেলেন ম্যাক্সওয়েল, গড়েছেন বিশ্বকাপের দ্রুততম শতকের রেকর্ডও।

**রবীন্দ্র জাদেজা, ভারত**
৪০ গড়ে ১২০ রান ও ২৪.৮৭ গড়ে ১৬ উইকেট

অলরাউন্ডার হিসেবে পরের জায়গাটি জাদেজার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে যুবরাজ সিংয়ের পর মাত্র দ্বিতীয় ভারতীয় স্পিনার হিসেবে বিশ্বকাপে ৫ উইকেট নেন। তিন দিন পর নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ২ উইকেট নিয়ে যুবরাজ ও অনীল কুম্বলেকে ছাড়িয়ে এক বিশ্বকাপে ভারতীয় স্পিনার হিসেবে সর্বোচ্চ উইকেটের রেকর্ড গড়েছেন।

**যশপ্রীত বুমরা, ভারত**
১৮.৬৫ গড়ে ২০ উইকেট

রোহিতের মতো বুমরাও টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের সেরা একাদশে জায়গা করে নিলেন। গতবারের চেয়ে এবার ২টি বেশি উইকেট নিয়েছেন এ পেসার। ফাইনালেও নতুন বলে হুমকি হয়ে উঠেছিলেন, মিচেল মার্শ ও স্টিভেন স্মিথের উইকেট নিয়ে ভারতের ফিরে আসার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন।

**দিলশান মাদুশঙ্কা, শ্রীলঙ্কা**
২৫ গড়ে ২১ উইকেট

সেমিফাইনালে খেলা চার দলের বাইরে সেরা একাদশে আছেন শুধু শ্রীলঙ্কার এই উদীয়মান পেসার, ভারতের বিপক্ষে ৮০ রানে নেন ৫ উইকেট। তার আগেই নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৪, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ এবং পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২টি করে উইকেট নিয়েছেন এ বাঁহাতি পেসার। সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকায় আছেন তিনে।

**অ্যাডাম জাম্পা, অস্ট্রেলিয়া**
২২.৩৯ গড়ে ২৩ উইকেট

টুর্নামেন্টজুড়েই বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের ধন্দে ফেলে দেওয়া এ লেগ স্পিনার সব মিলিয়ে নিয়েছেন ২৩ উইকেট। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টানা ৩ ম্যাচে নেন ৪টি করে উইকেট। সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে উইকেটশূন্য থাকলেও ফাইনালে বুমরার উইকেট নিয়ে এক বিশ্বকাপে মুত্তিয়া মুরালিধরনের ২৩ উইকেটের রেকর্ড ছুঁয়েছেন তিনি।

**মোহাম্মদ শামি, ভারত**
১০.৭০ গড়ে ২৪ উইকেট

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৭ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড গড়েছেন। তার আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫৪ রানে ৫টি ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৮ রানে ৫ উইকেট নেওয়া শামিই এবারের বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি।

**দ্বাদশ ব্যক্তি জেরাল্ড কোয়েৎজি, দক্ষিণ আফ্রিকা**
১৯.৮০ গড়ে ২০ উইকেট

আইসিসির টুর্নামেন্টের অভিষেকে প্রতি ম্যাচেই উইকেট নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার। আনরিখ নর্কিয়া ও সিসান্দা মাগালার চোটের পর দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম বড় অস্ত্র ছিলেন তিনি। ৮ ম্যাচে ২০ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেটের রেকর্ডও গড়েছেন ২৩ বছর বয়সী।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**